প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আগামী ৭ই ভাদ্র রবিবার সন্ধ্যার পর হইতে প্রতি রবিবার সন্ধ্যার সময় ঈশ্বরের পূজা হইবে। ঈশ্বরের দ্বার যেরূপ তোমাদের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে, "ব্রহ্মমন্দিরের" দ্বারও সেইরূপ উন্মুক্ত রহিবে। তোমাদিগের বসিবার জন্য উপযুক্তরূপ আসনও নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

ভগ্নীগণ! যখন তোমাদের এমন উন্নত বিষয়ের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে, তখন আর ভাবনা নাই; ভক্তি ও প্রীতিকে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, তিনি তোমাদের সহায় হইলে আর সমুদায় অসহায় সহায় হইয়া যাইবে।

হা ঈশ্বর! তোমার কোমল হৃদয়া, সরল অবলা কন্যা সকল এই বঙ্গসমাজে যে কতকালে আদরণীয়া হইবেন, তাহা ভাবিয়াও ঠিক করা যায় না, তুমি এই মলিন পরিত্যক্তা কন্যাদিগের সহায় হও, নতুবা ইহাদিগের দুর্গতির আর সীমা থাকিবে না।

হিংসা।

"হিংসায় সরস শুকায়,
রূপগুণ দুই লুকায়।"

যারা নিজে মন্দ, তারাই পরের হিংসা করে। অমুক আমার চেয়ে বড় মানুষ, অমুক আমার চেয়ে সুন্দর, অমুক আমার চেয়ে গুণবান্, যশস্বী ও সুখী, হিংসক লোকের এ সকল সহ্য হয় না। দয়াময় পরমেশ্বর তাঁহার জগৎ সংসারকে অপার সুখে সজ্জিত করিয়া দিয়াছেন, ইহা দেখিয়া সাধুলোকের মন যেমন আনন্দিত হয়, হিংসক লোকের মন তেমনি দুঃখে কাতর হয়। সাধুলোক যেমন সকল জীবের সুখ বৃদ্ধি হউক এই কামনা করেন, হিংসক লোক সকলের দুঃখ কিসে বাড়িবে, তাহাই অন্তরের সহিত চায়। তাহারা নিজের মঙ্গল তত চায় না, যত অন্যের অমঙ্গল চায়। অন্যের ভাল দেখিলে তাহাদের বুকে যেন শেল বিঁধিতে থাকে। তাহাদের মনে নিরন্তর যে প্রার্থনা আসিতেছে, তাহা কথাদ্বারা বর্ণনা করিলে এইরূপ হয়।—

"হে পরমেশ্বর! তুমি রূপবান্ দিগকে কুৎসিত কর, সুস্থ ব্যক্তি দিগকে রোগের জ্বালায় অস্থির কর, সুখীদিগকে শোক ও দুঃখে নিমগ্ন কর, পিতা মাতাদিগকে পুত্রহীন এবং সন্তানদিগকে অনাথ করিয়া দেও, তোমার এই জগতের সকলেরই অমঙ্গল যেন আমি স্বচক্ষে সর্ব্বদা দেখি, তাহা না হইলে আমি যে কিছুতেই সুখী হইতে পারি না।"

বস্তুতঃ সকল হিংসক লোকের মনের ভাব সংগ্রহ করিলে নরক অপেক্ষাও জঘন্য পদার্থ সকল আমাদিগের চারিদিকে রহিয়াছে দেখিতে পাই। এই সকল জঘন্য ভাবে জনসমাজের যে কতবিধ অনিষ্ট হইতেছে, তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না।

একটী হিংসক লোকের ছবি করিতে হইলে বলা যায়; তাহার হৃদয় পরের অমঙ্গল চিন্তায় পরিপূর্ণ, তাহার জিহ্বা পরনিন্দায় নির্ম্মিত, তাহার চক্ষু পরের অহিত দর্শনে ব্যস্ত, তাহার কর্ণ পরের কুৎসা ও কুসংবাদ শুনিতে উৎসুক এবং তাহার হস্তদ্বয় কেবল পরের অনিষ্ট সাধনেই প্রসারিত হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা কদাকার মূর্ত্তি আর কি হইতে পারে? মহাকবী মিল্‌টন নরকবাসী শয়তানের মুখ দিয়া হিংসকের ভাব অতি আশ্চর্য্যরূপে বর্ণন করিয়াছেন।

শুভ পথে মতি না করিব কদাচন,
চিরদিন আমাদের এই জান পণ।
ঈশ্বরের জ্ঞানবল, অশুভ হতে মঙ্গল,
যদি চায় করিতে সাধন,
হিত হতে বিপরীত, ঘটাইব সুনিশ্চিত,
কার সাধ্য করে নিবারণ।

স্ত্রীলোকদিগের কোমল ও স্নেহময় প্রকৃতিতে যখন হিংসা রাজত্ব করে, তখন তাহা অপেক্ষা কুৎসিত দর্শন আর কিছুই নাই। এমত ভয়ানক পাপ ও অনিষ্ট নাই, যাহা ইহাদ্বারা সম্পন্ন না হয়। ইহা-দ্বারাই গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেয়, ভ্রাতাকে ভ্রাতার শত্রু করিয়া তুলে, শান্তি নিকেতন গৃহকে নিয়ত বিবাদ ও কলহ অগ্নিতে দগ্ধ

করিতে থাকে, প্রণয় সুখে বিষবর্ষণ করে এবং অপবিত্র ভাবদ্বারা সাধুচরিত্র সকলকেও দূষিত ও নষ্ট করিয়া ফেলে।

এ দেশের যেরূপ নিয়ম, যে বহুপরিবারে একত্র হইয়া সুখে কালযাপন করিবে, তাহাতে কাহারও মনে কিঞ্চিৎ হিংসার ভাব থাকিলে, সকল সুখের আশায় বিসর্জ্জন দিতে হয়। বরং পরস্পর স্বতন্ত্র হইয়া সদ্ভাবে থাকা ভাল, কিন্তু একত্র হইয়া হিংসার সেবা করা নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য। এ দেশে আবার হিংসা বৃদ্ধি করিবার কতকগুলি উপায়ও নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহার সর্ব্বপ্রধান পুরুষের এক স্ত্রীর অধিক বিবাহ করিবার নিয়ম। ইহা দ্বারা বামাকুলের যে কত অনিষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে গণনা করা যায় না, এবং পুরুষেরাও তাহার ফল বিলক্ষণ ভোগ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ স্ত্রীজাতির উপরে পুরুষের যত অত্যাচার আছে, সপত্নী করিয়া দেওয়া তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

ইতিপূর্ব্বে এই প্রথার ভয়ানক প্রাদুর্ভাব ছিল। স্ত্রীজাতি এই অন্যায় অত্যাচারে যেরূপ অস্থির হইয়াছিল তাহাতে বোধ হয়, তাহাদের যদি কিছু কঠোর প্রকৃতি হইত এবং অস্ত্রধারণ করিবার বল থাকিত, তাহারা জনসমাজে ভয়ানক পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিত সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ব্বল বলিয়া তাহারা মনের দুঃখ মনেই অনেক নিবারণ করিয়া রাখে এবং গুপ্তভাবে আপনাদিগের ভাবের পরিচয় দেয় ও দুঃখ প্রতীকারের চেষ্টা পাইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যে জঘন্য সপত্নীব্রত প্রচলিত আছে, ইহাই তাহার প্রমাণ। তাহারা সামান্য দুঃখে ইহার সৃষ্টি করে নাই। ইহার প্রতিবাক্য হিংসাতে পরিপূর্ণ এবং সাধুভাব বিনষ্ট করিবার আর একটী মহাস্ত্র। বালিকাদিগকে বাল্যকালে এই ব্রত শিক্ষা করিতে হয়। কোথায় সুকুমারমতি বালিকারা শৈশবাবস্থা হইতে পবিত্র জ্ঞান ও ধর্ম্ম শিক্ষা করিবে, না অজ্ঞানাবস্থায় থাকিয়া, এইরূপ অধর্ম্ম শিক্ষাতেই তাহাদের বিদ্যারম্ভ হয়। যে হিংসার বীজ এখন বপন হইল, তাহা হইতে যে কত বৃহৎ বিষবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া চিরজীবনের কত অনিষ্ট করিবে, তাহা কে

বলিতে পারে? বস্তুতঃ যত দিন সপত্নীর নিয়ম এককালে উঠিয়া না যাইবে ততদিন এ মহান অনিষ্ট নিবারণ হইবে না। সপত্নীতে সপত্নীতে সাধারণের যেরূপ দ্বেষভাব উৎপন্ন হয়, এবং তদ্দারা পরস্পরের পুত্রের ও স্বামীর যে পর্য্যন্ত অপকার হইয়া থাকে, তাহা সকলেরই বিলক্ষণ বিদিত আছে বলিয়া বর্ণনা করা বাহুল্য।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

পতিব্রতা ধর্ম্ম।

স্ত্রীলোকদিগের পরম পবিত্র পতিব্রতা ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে, সর্ব্ববাদি সম্মত প্রশংসনীয় বিষয় আর কিছুই নাই। পৃথিবীস্থ সকল জাতির মধ্যেই পতিব্রতা রমণীদিগের ভূয়সী প্রশংসা বাদ শ্রুত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা পতিব্রতা ধর্ম্মের যেরূপ আদর ও গৌরব করিতেন, এমত বোধ হয়, আর কেহই করেন নাই। সংস্কৃত শাস্ত্রের নানা স্থানে তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহারা পতিব্রতার লক্ষণ, অনুষ্ঠানের কর্ত্তব্যাদি বিষয় যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, নিম্নে তাহার কতিপয় স্থলের উল্লেখ করা যাইতেছে।—

প্রশ্ন। পতিব্রতা বা সাধ্বী কাহাকে কহে?

উত্তর। "পতিং যা নাভি চরতি মনোবাগ্ দেহ সংযতা।
সা ভর্ত্তৃলোকানাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে॥"

আপন পতিতে যেই সদা তুষ্ট মন,
তাঁহাতেই দেহ মন করে সমর্পণ,
সেই "সাধ্বী" ধরাতলে, স্বর্গে তাঁর স্থান,
এক বাক্যে সবে তাঁর করয়ে সম্মান।

যে সৌভাগ্যবতী রমণীর মন, পতিভিন্ন কখন অন্য পুরুষের কামনা না করে, যাঁহার বাগিন্দ্রিয় অসদ্বুদ্ধিতে কখন পরপুরুষের নামোচ্চারণ না করে, যাঁহার দেহ কখনই পরপুরুষ স্পর্শ করে না, তাহাকেই সাধু-

গণ পতিব্রতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন, তিনিই পতির সহিত অনন্ত স্বর্গীয় সুখ সম্ভোগ করিতে পারেন।

প্রশ্ন। কোন স্থানে চিরকল্যাণ বিদ্যমান্?

উত্তর। "যত্র তুষ্যতি ভর্ত্তা স্ত্রী, স্ত্রিয়া ভর্ত্তা চ তুষ্যতি।
তত্র বেশ্যানি কল্যাণং সম্পদ্যেত পদে পদে॥"
যেই গৃহে পতিপত্নী তুষ্ট উভয়েতে।
নিশ্চয় জানিবে তার শুভ পদে পদে॥

যে গৃহস্থের গৃহে, স্ত্রীপুরুষ উভয়ে উভয়ের প্রেমে পরিতুষ্ট, সেই গৃহে উত্তরোত্তর সকল প্রকার মঙ্গল স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয়।

প্রশ্ন। কোন্ কামিনীর জন্ম বৃথা?

উত্তর। "যস্যা নাস্তি প্রিয় প্রেম, তস্যা জন্ম নিরর্থকং।
তৎ কিংপুত্রে ধনে রূপে, সম্পত্তৌ যৌবনেষবা॥"
পতিতে যাহার নাহি পবিত্র প্রণয়,
নারীজন্ম বৃথা তার জানিবে নিশ্চয়;
কি করিবে রূপে তার কি ফল যৌবনে,
ধনে পুত্রে শোভা তার কেহ নাহি গণে।

অতুল ঐশ্বর্য্য, পুত্র, রূপ, যৌবন প্রভৃতি সকল প্রকার সৌভাগ্যের কারণ একত্র বিদ্যমান থাকিলেও, যাহার একমাত্র পতিপ্রেম নাই, সে অভাগিনীর সেই সমুদায়ই বৃথা, তাহার নারী জন্ম নিতান্তই নিরর্থক।

প্রশ্ন। কাহারা পুণ্যবান্?

উত্তর। "ধন্যাসা জননী লোকে ধন্যোসৌ জনকঃ পুনঃ।
ধন্যাঃ সচপতিঃ শ্রীমান্ যেষাং গেহে পতিব্রতা॥"
ধন্য সেই পিতা মাতা ধন্য সেই পতি,
যাহাদের গৃহে দেখি পতীব্রতা সতী।

যিনি পতিব্রতা কন্যা প্রসব করিয়াছেন, ধরাতলে সেই জননীই ধন্য; যাঁহার ঔরসে পতিব্রতা কন্যার জন্ম হইয়াছে সেই পিতাই ধন্য; আর যে পুণ্যবান্, পতিব্রতা প্রণয়িনীর পরিণয় পাশে বদ্ধ হইয়াছেন, সেই পতিই ধন্য ও ভাগ্যবান্।

প্রশ্ন। কোন্ কোন্ ব্যক্তি স্বর্গীয় সুখের অধিকারী?

উত্তর। "পিতৃবংশ্যা মাতৃবংশ্যাঃ পতিবংশ্যাস্ত্রয়ঃ স্ত্রিয়ঃ,।

পতিব্রতায়া পুণ্যেন স্বর্গসৌখ্যানি ভুঞ্জতে॥"

পতিব্রতা-পুণ্য-ফলে, তাঁর তিন কুল,

স্বর্গ সুখে অধিকারী নাহি যার তুল।

পতিব্রতা ধর্ম্ম এমত নহে যে তাহার অমৃতময় ফল কেবল একাকিনী পতিব্রতাই সম্ভোগ করিবেন, ঐ পবিত্র পুণ্য দ্বারা পতিব্রতার পিতৃকুল, মাতৃকুল, পতিকুল, তিন কুলের সকলেই অনুপম স্বর্গসুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

খদ্যোত।

(কাউপারের অনুবাদ অবলম্বনে রচিত।)

অন্ধকার রজনীতে ঝোপের মাঝারে,
জোনাকের শতবাতী জ্বলিছে বিরলে।
শচিকান্ত গাত্রে যেন শত চক্ষু জ্বলে,
নদীর তটেতে কভু, সরসীর ধারে॥

কত লোক কত কথা বলে কত রূপ,
কোথা হোতে উঠে তার, জ্যোতি মনোহর!
কেহ বলে আভাময় তার পুচ্ছ বর,
কেহ বলে মাথা তার, জ্বলে ধূপ ধূপ॥

একথা স্বরূপ কিন্তু যা বলুক লোক,
যে হাতেতে জ্বালায়েছে আকাশের বাতী।
সেই হাতে দিয়াছে সে খদ্যোতের ভাতি,
যেমন শরীর তার তেমনি আলোক॥

দয়াবতী প্রকৃতি কহিছে যেন ছলে,
  "দিয়াছি পথিক তোরে দীপ মনোহর।
  "দেখাইবে পথ তোরে হোয়ে সহচর,
"সাবধানে চারিদিক যাও দেখে চলে॥

"মেরো না ও কীটবরে, যাহার আভায়,
  "অল্প বটে করে কিন্তু, পথ প্রদর্শন।
  "দেখায় কোথায় আছে পথের দাতন,
পাছে তুমি পড়ে যাও, হোচোটের ঘায়॥

"ক্ষুদ্রতম কীটমাত্র, মাড়াওনা যেন,
  "মাড়াও না বিষধরে, পথের মাঝারে।
  "এসবে রক্ষিত হোতে দিয়াছি তোমারে,
"অল্প এই আলো কিন্তু উপকারী হেন॥

যা হোক প্রকৃত অর্থ, একথা নিশ্চয়,
  এ কথার নাহি চাই কিছুই প্রমাণ,
  জ্বলিতে বলেছে তারে সর্ব্ব শক্তিমান,
জ্বলিতে বলেছে তারে কভু না বৃথায়॥

কোথা হে ধনাধিপতি, দম্ভের প্রধান,
  লও ইথে উপদেশ, হও নম্রমতি।
  কীটানু কীটেরও আছে, খুকুতার জ্যোতি,
সেও পারে করিবারে তার অভিমান॥

নারীশিক্ষা।

কলিকাতা বামাবোধিনী সভা হইতে গত মাঘ মাসে এই পুস্তক খানি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত।

প্রথম ভাগে——

১। স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা।
২। নারীচরিত।
৩। স্ত্রীজাতির সৎকীর্ত্তি।
৪। প্রাণীবিদ্যা।
৫। অদ্ভুত বিবরণ।
৬। স্বাস্থ্যরক্ষা।
৭। পদ্য।

প্রভৃতি বিষয়ে পূর্ণ। এই ভাগে ৩ খানি চিত্র আছে। পুস্তকখানি ২১৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য ॥৹ আনা।

দ্বিতীয় ভাগে।——

১। বিদ্যাবিষয়ক কথোপকথন।
২। ভূগোল।
৩। খগোল।
৪। বিজ্ঞান।
(ক) বিজ্ঞানবিষয়ক কথোপকথন।
(খ) ঐ প্রশ্নোত্তর।
৫। নীতি ও ধর্ম্ম।
৬। গৃহ কার্য্য।

প্রভৃতি বিষয়ে পূর্ণ। এই ভাগে ৮ খানি চিত্রও আছে। পুস্তকখানি ১০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য ৸৹ আনা।

এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের সমুদয় ব্যয় "হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড" হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; এজন্য পুস্তকের মূল্য ঠিক খরচে র মূলের অনুরূপই করা হইয়াছে। নতুবা এত বড় পুস্তকের এত স্বল্প মূল্য কখনই হইত না।

এ পুস্তক কাহাদিগের পাঠের উপযুক্ত, তাহা ইহার নামেতেই প্রকাশিত হইতেছে। এ পুস্তকের উপযোগীতার বিষয় আমাদের মত প্রকাশ করা উচিত হয় না।

যে সকল মান্য সংবাদ পত্র সম্পাদক মহাশয় এ পুস্তক সম্বন্ধে আপন আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠিকাগণের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করা গেল।

আমরা এই মাত্র বলিতে পারি, যে কি বয়স্থা স্ত্রীলোক, কি অল্প শিক্ষিতা বালিকা সকলেরই পাঠের উপযুক্ত হইয়াছে। এবং ইহার ন্যায় অদ্যাপি স্ত্রীগণের পাঠো-

পযোগী দ্বিতীয় পুস্তকও প্রকাশিত হয় নাই। অতএব এ পুস্তক সকলেরই পাঠ করা উচিত। ইহা পাঠিকাগণের উপকারে আসিলে ইহার তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হইতে পারে।

সম্পাদক মহাশয়দিগের মত।

ইণ্ডিয়ান মিরার নামক ইংরাজী পত্র সম্পাদক লিখিয়াছেন "নারীশিক্ষা নামক পুস্তকের ন্যায়, দেশীয় বয়স্থা স্ত্রীলোকদিগের পাঠোপযোগী আর দ্বিতীয় পুস্তক আমাদিগের নয়ন গোচর হয় নাই। 'হেয়ার প্রাইজ ফণ্ডের' সাহায্যে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রসিদ্ধ বামাবোধিনী পত্রিকা হইতে স্ত্রীলোকদিগের পাঠোপযুক্ত প্রবন্ধ গুলি একত্র করিয়া পুস্তকাকারে এই নারীশিক্ষা নামে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, এ পুস্তক যাহাদিগের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে; এজন্য আমরা সকলকেই এক এক খণ্ড ক্রয় করিতে অনুরোধ করি।

ইহার দ্বিতীয় ভাগে প্রশ্নোত্তর স্থলে বিজ্ঞান বিষয় গুলি অতি সুন্দর রূপে লিখিত হইয়াছে; অত্যল্প মাত্র সাহায্য পাইলে স্ত্রীলোকেরা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন।

প্রথম ভাগে নারীচরিত, স্ত্রীজাতীর সৎকীর্ত্তি প্রভৃতি হিতোপদেশ পূর্ণ সন্দর্ভ সকল লিখিত হইয়াছে।

বামাবোধিনী সভার সভ্যেরা যে পরিমাণে স্ত্রীলোকদিগের স্থায়ী উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে তাঁহারা সকলেরই নিকট হইতে আন্তরিক উৎসাহ পাইবার উপযুক্ত।"

বেঙ্গলী নামক ইংরাজী পত্র সম্পাদক লিখিয়াছেন "নারীশিক্ষা নামক দুইখান সুন্দর গদ্য রচনা পুস্তক আমাদের হস্তগত হইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের উন্নতির জন্য 'হেয়ার প্রাইজ ফণ্ডের' সাহায্যে বামাবোধিনী সভা হইতে এই পুস্তক দ্বয় প্রকাশিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের পাঠ্য পুস্তকের এখন বিলক্ষণ অভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু এই দুই খান পুস্তক দ্বারা সে অভাবের অনেক পূরণ হইয়াছে।

ইহাতে ইতিহাস, নারীচরিত, ভূগোল, খগোল এবং আর আর অনেক প্রকার আবশ্যক বিষয়গুলি অতি সরল ভাষায় এবং স্ত্রীলোক দিগের বিশেষ উপযোগী রূপে লিখিত হইয়াছে।

আমরা বিশেষ রূপে অনুরোধ করি, অন্যান্য অসার পুস্তক সকল বালিকাদিগের পাঠ্য পুস্তক না করিয়া এই পুস্তক তাহাদিগের পাঠ্য করা উচিত।"

এডুকেশন গেজেট (শিক্ষা সংক্রান্ত পত্র) সম্পাদক লিখিয়াছেন "নারীশিক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই পুস্তক কলিকাতা বামাবোধিনী সভা হইতে প্রকাশিত। ইহার প্রবন্ধ গুলি ক্রমশঃ বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই গুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষার চর্চ্চা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে, অনেক স্থানে বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতেছে, অন্তঃপুরেও পাঠনার রীতি প্রবর্ত্তিত হইতেছে, এবং স্ত্রী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ও সংস্থাপিত হইতে চলিল। অতএব এইরূপ পুস্তক সকল এই সময়কার প্রকৃত উপযোগী। ইহার প্রবন্ধ গুলি স্ত্রীলোক দিগের শিক্ষার পক্ষে অত্যন্ত উপাদেয় হইয়াছে।"

রাণাঘাট বালিকা বিদ্যালয়।

অত্রত্য প্রসিদ্ধ ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রামশঙ্কর সেন মহাশয়ের একমাত্র যত্ন ও উৎসাহে প্রায় ৫ মাস অতীত হইল এই বিদ্যালয়টী সংস্থাপিত হইয়াছে। ১০।১১ টী বালিকা লইয়া প্রথমতঃ এই বিদ্যালয়টী সংস্থাপিত করা হয়, পরে রামশঙ্কর বাবুর যত্নে, ক্রমে ক্রমে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া এক্ষণে প্রায় ৪০টী হইয়াছে। একজন সচ্চরিত্র শিক্ষক দ্বারা শিক্ষা কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে।

এখনও এই বিদ্যালয়টীর শৈশবাবস্থা উত্তীর্ণ হয় নাই, এখনও ইহার স্থায়িত্বের প্রতি বিলক্ষণ সংশয় রহিয়াছে। রামশঙ্কর বাবু যেরূপ ভদ্র ও বিদ্যোৎসাহী তাহাতেই এই বিদ্যালয়টী গবর্ণমেণ্টের সাহায্য না পাইয়াও এতদিন জীবিত রহিয়াছে, নতুবা দেশীয়

দিগের বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা কতদূর উন্নত হইয়াছেন।

৪র্থ। বরাহনগর বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল যে, গত ৮ই আষাঢ় শনিবার বরাহনগর বালিকাবিদ্যালয়ের পঞ্চম সাম্বৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, সভাস্থলে অনেক গুলি দেশীয় ভদ্রলোক সাহেব ও একজন বিবি উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম শ্রেণীর দুইটী বালিকা অনেক গুলি পুস্তক এবং মাসিক এক টাকা করিয়া এক বৎসরের জন্য বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। আর আর শ্রেণীতেও অনেকগুলি পুস্তক, অলঙ্কার, বস্ত্র ও খেলনা প্রভৃতি পুরস্কার প্রদত্ত হইয়াছে। প্রধানতম বিচারালয়ের অন্যতর বিচারপতি ফিয়ার সাহেব একটী বৃত্তির টাকা এবং বরাহনগরের সামাজিক উন্নতি বিধায়িনী সভা হইতে অপর বৃত্তিটী প্রদত্ত হইয়াছে। অলঙ্কারের মধ্যে দুইটী ফুল শ্রীযুত শ্যামাচরণ লাহিড়ী ডাক্তার বাবু মহাশয় প্রদান করিয়াছেন।

অতঃপর দুইটী বক্তৃতা হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

৫ম। গত ১৪ই আষাঢ় রবিবার বেলা ৫ ঘটিকার সময় আড়িয়াদহ বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে হাবড়া বিভাগের ডিঃ ইনিস্পেক্টর শ্রীযুত মাধবচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন এবং গ্রামস্থ অনেকগুলি ভদ্র লোক, এতদ্ভিন্ন দুইজন সাহেব উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর, বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যালয়ের বাৎসরিক বিবরণ পাঠ করেন।

বিদ্যালয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্টা ছাত্রী শ্রীমতী হরিদাসী দাসী একখানি রৌপ্য পদক ও অনেকগুলি পুস্তক ও খেলানা ও পশম সমেত একটী ক্ষুদ্র টিনের বাক্স পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রথম শ্রেণীতে ৩ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৬ জন, তৃতীয় শ্রেণীতে ৫ জন, চতুর্থ শ্রেণীতে ৬ জন, ৫ম শ্রেণীতে ৯ জন, ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ১৩

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৭৪ সংখ্যা। } আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১২৭৬। } ৫ম ভাগ।

স্ত্রী-বিদ্যালয়।

স্ত্রী-বিদ্যালয় সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছেন, আমরাও অনেক বার এবিষয় লইয়া আন্দোলন করিয়াছি; সেই জন্য পুনঃ পুনঃ এক বিষয় লইয়া আন্দোলন করা উচিত বোধ হয় না। এবার যে আমরা এ বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতেছি তাহার কারণ ক্রমেই প্রকাশিত হইবে।

কুমারী মেরী কারপেণ্টার এ অঞ্চলে আসিয়া অবধি স্ত্রী-বিদ্যালয়ের প্রতি লোকের একটী বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে, এবং সংবাদ পত্রিকা সকলেও মধ্যে মধ্যে এ বিষয় লইয়া আন্দোলিত হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টও মধ্যে মধ্যে এ বিষয় উপলক্ষে কত মতামত প্রকাশ ও কত উপায় অবলম্বন করিলেন। কিছুতেই কিছু হইতেছে না দেখিতেছি। কত মতামত প্রকাশের পর অবশেষে গবর্ণমেণ্ট সদয় হইয়া যদিও বাঙ্গালা দেশের মধ্য বিভাগস্থ বিদ্যালয় সমূহের তত্ত্বাবধায়ক উড্রো সাহেবের হস্তে স্ত্রী বিদ্যালয় সংস্থাপনের ভার দিলেন, কিন্তু তিনি আবার বিদ্যালয়ের

নিয়ম করিতেছেন, তাহাতে যে কখন আমাদের আশা পূর্ণ হইবে এমত বোধ হয় না। বেথুন সাহেবের বালিকাবিদ্যালয় বাটীর এক পার্শ্বে ঐ বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিবার জন্য আবশ্যক বিষয় গুলিও প্রস্তুত হইয়াছে, এবং শুনাও যাইতেছে ঐ তাবি স্ত্রী-বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়িকার জন্য প্রতি মাসে টাকাও গৃহীত হইতেছে। এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার, তবে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতেছে না কেন? উত্তরটী কৌতুককর—"স্ত্রীলোক শকট চালক (গাড়য়ান) এবং স্ত্রীলোক সয়িস্" যত দিন পাওয়া না যাইবে তত দিন বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইবে না—এইটী সাহেবের উত্তর।

এখন দেখা যাউক কি হয়।

এদেশের স্ত্রী-লোকেরা ত এখনও এতদূর বিদ্যাবতী হয় নাই, এবং এত স্বাধীনতাও পায় নাই যে শকট চালনা কার্য্য করিতে সক্ষমা হইবে। সাহেব এবার বিলাত গিয়াছেন, এই সুযোগে যদি তিনি স্বদেশ হইতে দুই তিনটী স্ত্রী-গাড়য়ান এবং সয়িস্ আনেন তাহা হইলে স্ত্রী-বিদ্যালয় সংস্থাপনের আশা হইতে পারে। বিলাতীয় স্ত্রীলোক ভিন্ন এ মহৎ কার্য্যে ব্রতী হওয়া কাহারও সাধ্য নহে—আমরা সাহেবকে বিশেষ রূপে অনুরোধ করি, তিনি যেন এদেশ প্রত্যাবর্ত্তন সময় ২।৩টী বিবি-সইস ও বিবি—গাড়ওয়ান লইয়া আইসেন।

এ সময় সাহেবকে দুই চারিটী কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। সাহেবের মনে মনে এইরূপ বিশ্বাস আছে, যে আমি এদেশের সকল প্রকার অবস্থার বিষয় বিশেষ রূপ বুঝিতে পারি,—এই বিশ্বাস ও অহঙ্কারের উপর নির্ভর করিয়াই এরূপ নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতেছেন, সাহেব মনে করেন স্ত্রীলোকদিগের সতীত্ব রক্ষার জন্য ঐরূপ উপায় সকল গ্রহণ না করিলে, তাহাদিগের সতীত্ব রক্ষা হওয়া দুষ্কর, কিন্তু সাহেবের এইটী জানা উচিত যে—

"অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধা পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ॥"

"বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক গৃহ মধ্যে রুদ্ধ থাকিলেও স্ত্রীরা অরক্ষিতা, যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করেন, তাঁহারাই সুরক্ষিতা।"

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি এদেশের স্ত্রীলোকেরা যেরূপ পতিব্রতা ও সাধ্বী, পৃথিবীর অন্য দেশের স্বাধীন স্ত্রীলোকেরা সেরূপ আছে কি না সন্দেহ। পুরুষ গার্ড ওয়ার্ম ও সহিস দ্বারা অনায়াসে কার্য্য চলিতে পারিবে, তাহাতে বাঙ্গালীদিগের কোন আপত্তি হইবার কারণ দেখা যাইতেছে না। এদেশের স্ত্রীলোকদিগের জন্য অতদূর সাবধান হওয়া কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। আমরা সাহেবকে অনুরোধ করি তিনি, এ মিথ্যা ভয় পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্রই বিদ্যালয় সংস্থাপনের চেষ্টা পান।

এই তো বিদ্যালয় সংস্থাপনের কত বিঘ্ন। এমন বিঘ্ন ও কুসংস্কারের মধ্যে দিয়া স্ত্রী-বিদ্যালয়ের অঙ্কুর দেখা দিয়াছে। যখন এদেশে কুমারী কার্পেন্টার আগমন করেন নাই, যখন বহুল রূপে সংবাদ পত্রিকাতে এ বিষয় লইয়া আন্দোলিত হয় নাই—যখন এ বিষয়ের প্রতি গবর্ণমেণ্টেরও দৃষ্টি পড়ে নাই, তাহার পূর্ব্ব হইতেই কলিকাতা সিমলিয়াপটী "মল্লিক পারিবারিক স্ত্রী-বিদ্যালয়ের" কার্য্য চলিতেছে। এটী আমাদের পক্ষে কম আহ্লাদের ও গৌরবের বিষয় নহে। ইহা পাঁচ বৎসর কাল সংস্থাপিত হইয়াছে, ইহাতে ২২ জন বয়স্থা স্ত্রীলোক অধ্যয়ন করিতেছেন, বিদ্যালয়ের কার্য্য শুদ্ধ দুইজন স্ত্রীলোকের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে। তথাপি ইহার নাম সংবাদ পত্রিকা দ্বারা পরিঘোষিত হয় নাই, গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্যও প্রার্থনা করা হয় নাই; ইহার কার্য্য আস্তে আস্তে সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে। এখন আমরা সাধারণের বিশেষতঃ তোমাদের অবগতির জন্য ঐ "মল্লিক পারিবারিক স্ত্রী-বিদ্যালয়ের" পঞ্চম বাৎসরিক বিবরণ প্রকাশ করিতেছি।

বিদ্যালয় ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত। ১ম শ্রেণীতে ৫ জন, ২য় শ্রেণীতে ৬ জন, ৩য় শ্রেণীতে ৩ জন, ৪র্থ শ্রেণীতে ৪ জন, ৫ম শ্রেণীতে ৪ জন সর্ব্বশুদ্ধ ২২ জন স্ত্রীলোক অধ্যয়ন করেন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্য্য অতি সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে,

জন) শিক্ষয়িত্রীদ্বয়কে পুরস্কার স্বরূপ দুইখান সুবর্ণ পদক প্রদত্ত হইয়াছে।

আমরা আশা করি এই দৃষ্টান্তটী যেন পত্রিকাতেই আবদ্ধ না থাকে, যাঁহারা স্ত্রী বিদ্যালয়ের অভাব মনে করিতেছেন, তাঁহারা যদি স্ব স্ব গৃহে এইরূপ পারিবারিক বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া এক প্রকার শিক্ষা প্রদান করেন, তাহা হইলে বিশিষ্ট রূপ উপকার দর্শিতে পারে। উড্রো সাহেবের মুখ চেয়ে আর তোমরা কত দিন থাকিবে!!

গত ২৩ শে শ্রাবণ শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪ ঘণ্টার সময় মল্লিক পরিবারের বাসগৃহে ঐ পারিবারিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য অতি সুন্দর রূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছে। পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে ঐ মল্লিক পরিবারের প্রতিবেশী ও আত্মীয় ৫০ জন স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিলেন।

সকলে একটী সুপ্রশস্ত গৃহে উপবেশন করিলে পর ৪ জন ছাত্রী একটী ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিলেন।

সঙ্গীত শেষ হইলে শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী নন্দিনী সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া এই বক্তৃতাটী পাঠ করিলেন—

"ভগ্নিগণ! প্রায় পাঁচ বৎসর হইল আমরা এই বিদ্যালয়টি স্থাপন করিয়া ক্রমান্বয়ে তোমাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিতেছি, তোমরাও সাংসারিক নানা প্রকার বিঘ্ন ও বিপত্তি এবং কুটিল দেশাচার ও কুলাচারের ভয় ও পুরবাসীদিগের কটুকাটব্য অতিক্রম করিয়া বিদ্যারূপ মহাধন উপার্জ্জনার্থে দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া অধ্যয়ন ভবনে আসিয়া অতি যত্নের সহিত বিদ্যাশিক্ষা করিতেছ। ইহাতে আমাদিগের পরম সৌভাগ্য যে তোমরা এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে পঞ্চম বৎসর অতিবাহিত করিলে, ও অদ্যাবধি বিদ্যার জন্য ব্যাকুলিত আছ। ইহা দেখিয়া আমরা পরম পুলকিত হইয়া সেই পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বরকে শত সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করি, এবং আগামী বৎসরের জন্য বর প্রার্থনা করি। অতএব হে ভগ্নিগণ! যেমন জগদীশ প্রসাদাৎ এক্ষণে নিরাপদে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত করিলে, তবে পুনর্ব্বার নব উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া

বিদ্যা শিক্ষার সহিত আত্মোৎকর্ষ সাধনে যত্নবতী হও, বিদ্যানুসন্ধানের সহিত আত্মানুসন্ধান কর; প্রত্যহ অনুসন্ধান করিয়া দেখ, তোমাদের আত্মা সৎকার্য্য করিতেছে, কি অসৎ কর্ম্ম করিতেছে, উন্নতি কি অধোগতিতে যাইতেছে, তোমরা যে এত কায়িক ও মানসিক শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক বিদ্যারূপ মহামূল্য রত্ন সঞ্চয় করিতেছ, তাহা যেন তোমাদের সাংসারিক বৃথা আমোদ প্রমোদে পরিণত না হয় তোমাদের লক্ষ্য যেন ধর্ম্মের প্রতি উত্তেজিত হয়।

"অনেকে বিদ্যা শিক্ষা করেন, যাহাদের লক্ষ্য কেবল সর্ব্ব সময়ে প্রতিষ্ঠা-ভাজন ও মাননীয়া, গণনীয়া এবং আদরণীয়া হইব। হায়! তাহাদিগের লক্ষ্য এই পর্য্যন্ত! কিন্তু বিদ্যা যে কি ধন ও ইহা দ্বারা যে কি উপকার সম্ভবে তাহা তাহারা জানে না, কেবল অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করে, বৃথা আমোদ করাকেই প্রশংসার কার্য্য জ্ঞান করে, এবং দুই এক খানি পুস্তক দৃষ্টি করিয়াই বিদ্যাবতী হইয়াছি বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। অতএব ভগিগণ! সাবধান তোমাদের স্বভাব যেন এরূপ না হয়। তোমাদের লক্ষ্য যেন মহান্ হয়, ও অটল ভাবে স্থিতি করে, এবং ধর্ম্মের প্রতি ধাবিত হয়। তোমরা যেমন বিদ্যা শিখিতেছ তৎ সঙ্গে তাহার কার্য্য করিতে শিখ। তাহা হইলে আত্মার উন্নতির পক্ষে তোমাদের সহজ হইবে ও এক নূতন শ্রী লাভ করিতে পারিবে। ইহা দ্বারা আত্মার মলিনতা দূর কর এবং আপনার ও সাধারণের মনোরঞ্জন কর এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে যত্নবতী হও, নতুবা এই দুর্লভ মানব জন্মকে বৃথা ক্ষেপণ করিও না। দেখিও সাবধান, তোমাদের বিদ্যা যেন দাম্ভিকতা ও অহঙ্কারের কারণ না হইয়া উঠে, ইহার প্রভাবে তোমরা আত্মার অসদ্ভাব ও অজ্ঞানান্ধকার ও সংসারের কুটিল কুপ্রবৃত্তি হইতে পরিত্রাণ পাইবে।

"ভগিগণ! তোমরা যেমন উপদেশ পাইতেছ তদনুযায়িক কার্য্য কর। আত্মাকে সৎপথে রাখিতে চেষ্টা কর। এই সংসারের নানা প্রকার প্রলোভনের মধ্যে অটল থাক, অল্প শোকে মুহ্যমান ও অল্প আনন্দে একবারে উন্মত্ত হইও না, স্থির ভাবে সুখ দুঃখ বহন কর, এই অসার

সংসারে কিছুই স্থায়ী নহে; সকলি অস্থায়ী, অনিত্য; কেবল আমাদিগের প্রীতির নিমিত্ত পরম পিতা পরমেশ্বর ইহার উদ্ভব করিলেন। তোমরা তাঁহার প্রতি আত্ম সমর্পণ করিয়া সাংসারিক সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন কর। তিনি অভয়দাতা, অভয় দান করিবেন, আমরা যদি এক পদ অগ্রসর হই তিনি শতপদ অগ্রসর হইয়া আমাদিগকে ক্রোড়ে লন, তিনি কখন আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন না, আমরাও যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি। সতত আত্মাকে পাপ হইতে মুক্ত রাখিয়া তাঁহার জ্ঞানের ভাবুক করিতে চেষ্টা কর এবং তাঁহার প্রতি অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহাকে চিরদিন হৃদয়ে রাখিবার জন্য প্রীতি, ভক্তি, শ্রদ্ধা, ও প্রসন্নতা প্রার্থনা কর, তিনি নিরুপায় ও নিরাশ্রয় জ্ঞানহীনা অবলাদিগের প্রতি সদয় হইয়া প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। ভগ্নিগণ! দেখিও এমন করুণাময় ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে ভুলিও না, সতত তাঁহার চরণে মন-নিবিষ্ট রাখিবে, তিনি ভিন্ন আর গতি নাই।

"এই সংসার ও সংসারের কন্যা পুত্র আমাদিগকে সুখ দিতে পারে না, আমাদের সুখ ভূমা ঈশ্বরে বদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু আমরা এমনি মূঢ়মতি যে সাংসারিক একটী বৃথা সুখে বঞ্চিত হইলে এই দুর্লভ জীবনকে অসার জীবন জ্ঞান করি। অল্প বিপদে সর্ব্বনাশ হইল জ্ঞান করি। কিন্তু ঈশ্বর ভিন্ন যে হৃদয় জ্বলিতেছে ও শূন্য হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করি না; হায়! সর্ব্বনাশ আমাদের কিসে? ঈশ্বর ভিন্নই আমাদের সর্ব্বনাশ। যিনি প্রাণ হইতে প্রিয়তর, যাঁহাকে জরা মৃত্যু আক্রমণ করিতে পারে না, যিনি আমাদের আত্মার মধ্যে স্থিতি করিতেছেন। এবং আমাদের এত নিকটে রহিয়াছেন যেমন হস্তস্থিত আমলক বৎ প্রতীয়মান হন।

যে মহাত্মা ইঁহাকে জানিয়া স্বীয় আত্মার আশ্রয় করিয়াছেন তিনিই তাঁহার আস্বাদ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। অতএব ভগিগণ! একনিষ্ঠা হইয়া তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, পাপ হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও। তিনি আমাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।

হে বিশ্বাধার বিশ্বাধিপ পরমেশ্বর! এই অবলা দুঃখিনী কন্যাদিগের প্রতি সদয় হইয়া জ্ঞানধর্ম্ম ও বিদ্যা বুদ্ধি প্রেরণ কর, ও পাপ হইতে

মুক্ত করিয়া আত্মাকে পবিত্র কর, আত্মাকে তোমার পবিত্র চরণে বিলুণ্ঠিত করাও, আমরা নিজের বলে কিছুই করিতে পারি না, তোমার অমোঘ কর প্রেরণ কর, তুমি আমাদিগের একমাত্র সহায় ও সম্পত্তি। পিতা মাতা সুহৃৎ ও বন্ধু আমরা তোমারই শরণাপন্ন। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী সমস্বরে তোমার গুণ কীর্ত্তন ও মহিমা বর্ণন করুক। তোমার মঙ্গল-রাজ্য জগতে বিস্তার হউক ও এই মর্ত্ত্য পৃথিবী স্বর্গ তুল্য হউক।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

এই বক্তৃতার পর শ্রীমতী রাইমণি মিশ্রের "উদ্বোধন" দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা আরম্ভ করিলেন।

উদ্বোধন।

"দয়াময় পরমেশ্বরের উপাসনার জন্য আমরা সকল ভগ্নীতে এখানে মিলিত হইলাম, সংসারের ক্ষুদ্র চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া আমরা বিনীত-ভাবে সেই পিতার পূজা করি, পবিত্র হইবার জন্য তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের পূজা গ্রহণ করুন, এবং আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।"

তৎপরে একটী ব্রহ্ম সঙ্গীত গীত হইল।

তৎপর উপাসনা সমাপ্তে দুইটী গান গীত হইল।

অনন্তর ব্রাহ্ম ধর্ম্মের কয়েকটী শ্রুতি তাৎপর্য্যের সহিত পাঠ হইলে, অগ্রগামী শ্রীমতি রাইমণি এই বক্তৃতা পাঠ করিলেন।

"হে প্রিয় ভগিনীগণ! তোমরা যদবধি এই স্থানে বিদ্যাভ্যাস করিতেছ, সে সময় অতি অল্প হইলেও তোমরা এত উত্তম শিক্ষা করিয়াছ ইহা দেখিয়া আমরা পরম পুলকিত হইয়া পরম পিতা পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক প্রার্থনা করি, তোমরা এ বিষয়ে আরও অনুরাগী হইয়া বিদ্যায় মনোনিবেশ কর; তাহা হইলে অধিক পরিমাণে শিখিতে পারিবে। যত আলোচনা করিবে তত বুঝিবে যে বিদ্যা কি অমূল্য নিধি।

বিদ্যা ব্যাপ্তি মনোমধ্যে প্রবেশ করাইলে মনোমালিন্য অন্তর্হিত হইবে এবং সাংসারিক শোক দুঃখ তোমাদিগের আত্মাকে ক্লিষ্ট করিতে পারিবে না। বিদ্যার প্রভাবে উদারতা নম্রতা ও সরলতা আসিয়া হৃদয়কে এক নব আনন্দ রসে আনন্দিত করিবে এবং ধর্ম্ম রূপ আলোক আসিয়া তোমাদিগের অন্তঃকরণকে জ্যোতিষ্মান করিবে। অতএব ভগিনীগণ, এমন মহামূল্য ধনকে তোমরা হেলায় পরিত্যাগ করিও না। দেখ পূর্ব্বকালে এক সময়ে বিদ্যার দ্বারা এই ভারত ভূমি কেমন অলঙ্কৃতা হইয়াছিল; কত মহিলাগণ তাঁহাদিগের বিদ্যা ও বুদ্ধিতে ভারত-ভূমিতে চিরস্মরণীয়া রহিয়াছেন; সাক্ষ্য দেখ, লীলাবতী তর্কশাস্ত্রে কত মহামহোপাধ্যায়কে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এবং খনা জ্যোতিষ বিদ্যায় অদ্বিতীয়া ছিলেন; আহা! জ্যোতিষ-বিদ্যা তোমার নাম উচ্চারণ করিয়া মনে কি অপার আনন্দ উপভোগ করিলাম, ভগিনীগণ এই পৃথিবী—যাহার বক্ষঃস্থলে আমরাই উপবিষ্ট আছি—ইহার অতি সামান্য ভাগ মাত্র আমাদিগের দৃষ্টি পথে পতিত হয় এবং সেই অত্যল্পাংশেই কত শোভা নিরীক্ষণ করিয়া আত্মাকে ভক্তি ও প্রেম রসে প্লাবিত করিতে পারি, আর যখন ভূগোলাদি বিদ্যালোকে পৃথিবীর সকল স্থানের সকল প্রকার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বস্তু সকল দেখিতে পাই, তখন কতই না অনির্ব্বচনীয় আনন্দ রসে নিমগ্ন হই। কিন্তু হে ভগিনীগণ, যখন জ্যোতিষ বিদ্যার প্রভাবে জানিতে পারি, সূর্য্যদেব যাহাকে আমরা একখানি থালের ন্যায় দেখিতে পাই, তাহা আমাদিগের ধরাপেক্ষা ১৪ লক্ষ গুণ বৃহৎ, আর অসংখ্য তারকা পুঞ্জ নিশিতে খদ্যোতপুঞ্জের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয় তাহাদিগের প্রত্যেকটী এক একটী সূর্য্যের ন্যায় ও অনেকেই আমাদের সূর্য্যাপেক্ষা বহু গুণে বৃহৎ। এবং যখন কল্পনা করি যে আমাদের এই পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একটি সর্ষপ তুল্যও নহে, তখন একেবারে বিস্ময়-সাগরে ভাসমান হই, তখন আপনাদিগকে অণু অপেক্ষায় কোটি কোটি গুণে নিকৃষ্ট জ্ঞান করিয়া বিশ্ব-স্রষ্টার গুণানুকীর্ত্তনে উন্মত্ত হইতে হয়। তিনি আমাদের মত ক্ষুদ্র জীবদিগকে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও বিস্মৃত হয়েন না। হায়! পরম পিতা যে দিনের

সূর্য্যকে কবে এই ভারত ভূমিতে উদিত করিবেন, যে দিবস আমরা দেখিব প্রত্যেক হৃদয় ও প্রত্যেক পরিবার বিদ্যাভূষণে ভূষিত হইয়া জগতের মঙ্গল চিন্তায় কালাতিপাত করিবেন। ভগিনীগণ! এক্ষণে তোমাদের উৎসাহের জন্য অদ্য পারিতোষিক দান হলে আমরা সকলে কেমন আনন্দ লাভ করিলাম।

"হে মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বর! তোমার মঙ্গল রাজ্য বিস্তার কর, তোমার প্রেম শিক্ষা দিয়া আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, আমাদিগকে তোমার ইচ্ছার অনুগত কর, পৃথিবীর সর্ব্বত্র তোমার জয় ঘোষণায় ঘোষিত হউক, তোমার নাম কীর্ত্তিত হউক, নরনারী সকলে মিলিয়া তোমার মঙ্গল ভাব বিস্তার করিতে থাকুক!"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

তৎপরে শ্রীমতী নন্দিনী বামাবোধিনী পত্রিকা হইতে স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ক কিছু পাঠ করিলেন।

বক্তৃতার পর পুরস্কারের উপযুক্তা ছাত্রীদিগকে যথাক্রমে পুরস্কার প্রদত্ত হইল।

অনন্তর ৪টী সঙ্গীত হইয়া পারিতোষিক দান কার্য্য শেষ হইল।

(ক্রোড়পত্র দেখ)।

পতিব্রতা ধর্ম্ম।

(গত প্রকাশিতের পর)

প্রশ্ন। প্রকৃত গৃহস্থ কাহাকে কহে?

উত্তর। "গৃহস্থঃ স হি বিজ্ঞেয়ো, যস্য গেহে পতিব্রতা।"

গৃহস্থ তিনিই যাঁর গৃহে পতিব্রতা।

যাহার গৃহে পতিব্রতা ভার্য্যা বিদ্যমান আছেন, তাঁহাকেই যথার্থ গৃহস্থ বলা যাইতে পারে।

প্র। কোন্ কোন্ বিষয়ে ভার্য্যার প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয় ?

উ। ভার্য্যা মূলং গৃহস্থস্য, ভার্য্যা মূলং সুখস্য চ।
ভার্য্যা ধর্ম্ম ফলা বাপ্তৌ, ভার্য্যা সন্তান বৃদ্ধয়ে ॥

গৃহস্থের মূল ভার্য্যা, ভার্য্যা সুখ মূল,
ধর্ম্মফল লাভে ভার্য্যা সদা অনুকূল;
সংসারের সার ভূত স্নেহের আধার—
বংশধর তনয়ের ভার্য্যা মূলাধার।

পতিব্রতা ভার্য্যাই, গৃহস্থাশ্রম, সাংসারিক সকল সুখ, ধর্ম্ম ফল প্রাপ্তি ও বংশ বৃদ্ধির মূল কারন।

প্র। কোন্ স্ত্রী সুরক্ষিতা ?

উ। "অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্ত কারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেযুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ ॥"

অবরোধে রুদ্ধ করি রাখ অনুক্ষণ,
বিশ্বস্ত প্রহরী তার রাখ শত জন,
তথাপি রক্ষিত নারী নহে যথোচিত;
নিজের রক্ষক যেই সেই সুরক্ষিত।

বিশ্বস্ত ও আত্মীয় ব্যক্তিদিগকে রক্ষক নিযুক্ত করিয়া, গৃহ মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেও, স্ত্রীগণ অরক্ষিত; কিন্তু যাহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করেন, তাঁহারাই সুরক্ষিত।

প্র। প্রকৃত ভার্য্যা কাহাকে কহে ?

উ। "সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা, সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।"
মনোবাক্ কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা, পতি দেশানুবর্ত্তিনী ॥

বাক্য মন কর্ম্ম যার পবিত্রতা ময়,
পুত্রবতী যেই ভার্য্যা, পতিবশে রয়;
পতিরে দেখয়ে যেই প্রাণের সমান,
তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা সম্মানের স্থান।

যিনি স্বামীকে প্রাণ তুল্য দেখেন, যাঁহার বাক্য, মন ও কর্ম্ম পবিত্র

যিনি স্বামীর বাক্য প্রীতি ও প্রফুল্লতার সহিত প্রতিপালন করেন, এবং যিনি সন্তানবতী, তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা।

প্র। সাধুশীলা স্ত্রীর কিরূপ হওয়া উচিত?

উ। "ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা, সখীব হিত কর্ম্মসু।
সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহ কার্য্যেষু দক্ষয়া।"

ছায়ার সমান সাধ্বী পতি অনুগতা
সখীর সমান পতি-হিত-ব্রতে রতা,
থাকিবেন হৃষ্ট-মনে; হয়ে সযতন,
গৃহ কার্য্য করিবেন সুখে সম্পাদন।

সাধুশীলা স্ত্রী ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগতা হইবেন, অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ ভোগ বিষয়ে স্বামীকে অতিক্রম করিবেন না। কিন্তু তাহা বলিয়া স্বামীর ভ্রম প্রমাদে অন্ধ হইয়া থাকিবেন না, যেহেতু ঈশ্বর তাঁহাকেও সদসৎ বিবেচনা শক্তি দিয়াছেন। অতএব হিতকারিণী সখীর ন্যায় স্বামীকে অহিত বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিবেন এবং সৎকর্ম্ম সাধনে সুমন্ত্রণা দিবেন; আর প্রফুল্ল হৃদয়ে গৃহ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিবেন এবং তাহাতে সুনিপুণ হইবার জন্য চেষ্টা করিবেন।

প্র। সাধ্বী স্ত্রীর কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য?

উ। "ন কেনচিদ্বিবদেত্তু, অপ্রলাপ বিলাপিনী।
ন চাতি ব্যয়শীলা স্যাৎ, ন ধর্ম্মার্থ বিরোধিনী॥"

অনর্থক বহু ভাষ অপব্যয়ে সাধ,
ত্যজিবেন অন্য সহ কলহ বিবাদ,
পতি-ধর্ম্ম বিরোধিনী না হবেন সতী,
অর্থ ব্যয়ে লইবেন পতির সম্মতি।

সাধ্বী স্ত্রী কাহারও সহিত বিবাদ, অনর্থক বহু ভাষণ ও অপরিমিত ব্যয় করিবেন না এবং ধর্ম্ম ও অর্থ বিষয়ে পতির বিরোধিনী হইবেন না।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)!

সময়।

ওই যে উড়িছে পাখী অবিরাম গতি,
বিস্তারিয়া পক্ষ তার ত্রিভুবনময়,
মার তারে হবে তুমি, নিজে আত্মঘাতী,
তাহার কণাঙ্গ মাত্র না হইবে ক্ষয়।

ওই যে বহিছে মন্দ, চির স্রোতস্বতী,
বিস্তারি প্রবাহ তার সর্ব্ব দেশময়;
কেহ না বলিতে পারে ভ্রমিয়া যুকতি,
কোথায় জনম তার কোথা হবে লয়।

সুমতির পবন ভরে তুলি দিয়া পাল,
যাও তীর্থে উজাইয়া এ প্রবাহ ধরি;
কত যে দেখিবে দেশ পুরিত প্রবাল,
কত রম্য বন শোভা, কুসুম সুন্দরী।

কে কবে দেখেছে হেন রাজ রাজেশ্বর
সর্ব্বজীবে সর্ব্বদেশে যিনি অধিপতি;
তপন চন্দ্রমা দুই সারথি সুন্দর
দিবা রাত্রি অশ্ব যাঁধা রথে সদাগতি।

কাল—কি ভীষণ রব, যাইতেছে কাল,
পুরিত আরবে দেশ চলি যায় রথ;
যে শুনে অমনি গণে মনেতে জঞ্জাল,
করাঘাত করে বক্ষে স্মরি পূর্ব্ব পথ।

বিগত না হোলে কাল বিমূঢ় মানব
জানে না মর্য্যাদা তার—কি ধন সময়;

হেলায় হারায় সব জীবন গৌরব,
শেষের সে দিন যেন না হবে উদয়।

চপল জীবন তবে কেন বলে রয়?
কেন পাপ সুখে যায় পরবশ মোহ?
কার্য্যেতে দুহাতে ব্যয় করিছে তৎপর,
যেন সে করিতে চায় শীঘ্র ক্ষয় কোষ।

যখন চাহিবে জ্ঞান দিতে তার ধার,
কি ধনে তাহারে তুমি তুষিবে তখন?
জিজ্ঞাস বিগত কালে কি আছে তাহার,
কি কথা লইয়া গেছে ঈশ্বর সদন।

দাম্পত্য-প্রেম।

(অবলা বান্ধব হইতে উদ্ধৃত)

মনুষ্যের চিত্ত স্বভাবতঃ প্রণয়শীল, তাহার প্রণয়ভাব জগৎব্যাপ্ত হইতে পারে, তিনি জগতের সমুদয় লোককে অকপট প্রণয় করিতে পারেন, তাহার প্রণয়লাভে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গও বঞ্চিত হয় না। হৃদয়ের এই যে প্রণয় ভাব সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইতেছে, তাহাই কি দাম্পত্যপ্রেমের মূল? স্বামী হইতে স্ত্রী ও স্ত্রী হইতে স্বামী যে নির্ম্মল প্রীতি লাভ করেন, সর্ব্বত্রগামী প্রণয় হইতেই কি তাহার উদ্ভব হইয়াছে? প্রত্যেক ব্যক্তির আপন হৃদয়কে এই প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক। আমাদিগের অন্তরের অন্তস্তল হইতে যে উত্তর আসিয়াছে, তাহাতে প্রমাণ করে উভয়ের এক মূল হইতে উৎপত্তি হয় নাই। প্রেমময় পিতা আমাদিগের প্রতি তাঁহার যে অজস্র প্রেম বর্ষণ করিতেছেন, আমরা সর্ব্বসাধারণে যে প্রণয় প্রকাশ করি, এ তাহারই প্রতিবিম্ব; সুতরাং এ প্রণয় ঊর্দ্ধগামী হইয়া সেই পবিত্রচরণ স্পর্শ করিবে না। এ প্রণয় নীচগামী

স্বর্গ রাজ্য হইতে ইহা মর্ত্তলোকে অবতীর্ণ হইয়াছে, ইহার ভাব মর্ত্তলোকেই বদ্ধ থাকিবে। কিন্তু দাম্পত্যপ্রেম দেবভাব হইতে উৎপন্ন, ইহা ঈশ্বর প্রেমের আদর্শ। দম্পতির হৃদয়ে যে অকপট ও অবিভক্ত প্রেম বাস করে, তাহাই ঊর্দ্ধগামী হইয়া ঈশ্বরের প্রতি প্রেমভাবের বৃদ্ধি করে। সুখে, দুঃখে, বিপদে, সম্পদে যখন যে ভাবে পতিত হই, কোন অবস্থায়ই করুণাময় ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিতে হইবে না, সংসারের কোন স্থল হইতে এরূপ দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে অভ্যাস করা হয়।

পাঠক সেই বিবাহের দিন—সেই প্রণয় উৎসবের দিন স্মরণ করিয়া দেখ, যে সকল গুরুতর প্রতিজ্ঞা করিয়া দাম্পত্যধর্ম্ম বন্ধন করিয়াছ, তাহা একবার মনে কর, তৎপর সংসারের নানা প্রকার বিপদ সম্পদে পতিত হইয়া যে প্রণয় বন্ধন ছিন্ন করিতে পার নাই, যাহার গুরুত্ব নিয়ত অনুভব করিয়াছ, তাহা আন্দোলন করিয়া দেখ, বুঝিবে সংসারে এমন একস্থান আছে, যেখান হইতে অটল ঈশ্বর প্রীতি শিক্ষা করা যাইতে পারে। সে স্থান কোথায়? দম্পতি হৃদয়ের অন্তস্তল অনুসন্ধান কর দেখিতে পাইবে।

যখন প্রতিপন্ন হইতেছে, দুর্ব্বল মনুষ্যের নানাপ্রলোভ পরিপূর্ণ সংসারে থাকিয়া, অটল ঈশ্বর প্রীতি শিক্ষা করিবার বিষয়ে দাম্পত্যপ্রেমই মহৎ উপায়; তখন স্বামী স্ত্রীর পরস্পর সম্বন্ধ অতি গুরুতর বলিতে হইবে। আজীবনের জন্য এই সম্বন্ধ, কোন অবস্থায় ইহা ভিন্ন করিতে হইবেনা। ভার্য্যার ও ভর্ত্তার হৃদয় এক করিতে হইবে। সকল বিষয়ে যাহাতে উভয়ের সমসুখদুঃখতার উদ্রেক হয়, তাহার চেষ্টা পাইতে হইবে। উভয়ের অন্তরের এইরূপ যোগ হইলে সকল বিষয়ে ঈশ্বরের সহিত যোগ দিতে অভ্যাস হইবে। যাহাদিগের প্রেমের ভিত্তি এইরূপ দৃঢ় তাহারাই পুণ্যবান মহৎলোক। কিন্তু এইরূপ প্রণয় সংস্থাপনে কয়জন লোক প্রবৃত্ত হন? অনেকের প্রণয়ই কি অদূর কাল স্থায়ী নহে? যৎসামান্য কারণেও কি অনেকের প্রণয়বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায় নাই? ইহার কারণ কি? মনুষ্য সচরাচর প্রণয়দান কালে তাহার দেবভাব বিস্মৃত হইয়া

মান, নীচ প্রকৃতির অধীন হইয়াই আসঙ্গপ্রধান ক্রিয়া সমাপ্ত করেন। আন্তরিক ভাবের একযোগ না থাকিলেও অস্থায়ী বাহ্য রূপেই অনেকের চিত্ত হরণ করে, সুতরাং সেই মোহকরী শক্তির অন্তর্দ্ধান হইলেই প্রণয় বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে, স্থল বিশেষে চিরবিচ্ছেদ ও শত্রুতা উপস্থিত হয়। যে খৃষ্ট [illegible] অধিকাংশ স্থলে পাত্র [illegible] ইচ্ছানুসারে বিবাহ হইয়া [illegible]কার লোকেও যে নচরা- [illegible] এনিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিবাহিতা বনিতাদিগকে পরিত্যাগ করে, তাহার কি এই কারণ নয় যে উভয়েই পরস্পরের বাহ্য রূপে মোহিত হইয়া বা পশুভাবের বশ হইয়া প্রথমে প্রণয় দান করিয়াছিল? যাহারা নীচ প্রকৃতির অধীন হইয়া প্রণয় বন্ধন করে তঃ সেই ভাবেই তাহাকে পে ণ করে, তাহাদিগের প্রণয় কখনই পরিণামে স্থায়ী হয় না।

যে যে দেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে, তথায় সন্তান সন্ততির হৃদয়ে প্রণয় সঞ্চার হওয়া দূরের কথা, তাহার নাম অবগত না হইতেই পিতা মাতার অনুমতিক্রমে বিবাহ হইয়া যায়। এই বৈবাহিক বন্ধন যে কত অনর্থপাতের হেতু হইয়াছে, তাহা অনেকেই চিন্তা করিয়া দেখেন না। বাঙ্গালীদিগের অধিকাংশেরই বাল্যকালে বিবাহ হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগের আত্মবিবেচনার দোষে না হউক পিতা মাতার ত্রুটিতে এক প্রকার অনিষ্টের উৎপত্তি আগেই হইয়া থাকে। স্বামী স্ত্রীর বয়ঃপরিণত হইলে অনেক স্থলে অমৃত মন্থনে বিষ উৎপন্ন হয়। কিন্তু এ অবস্থায়ও যদি মনুষ্যের আত্মা শুদ্ধ হয়, সামান্য সুখভোগের নিমিত্ত বৈবাহিকসূত্রে সম্বন্ধ হওয়া হয় নাই, ইহাতে এক অদ্ভুত প্রেমভাব বিরাজ করিতেছে, তদ্দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি অচল প্রেমভাব প্রকাশ করিতে অভ্যাস হয়, তবে প্রণয় পদার্থকে উপেক্ষা করিতে আর তাহার সামর্থ্য হয় না। তাহার যত কষ্ট ভোগ হউক না কেন কিছুতেই তাহার প্রকৃত প্রেম বিলোড়িত হইবে না। যে প্রেম ও প্রেম পদার্থকে গাঢ়রূপে হৃদয়ে ধরিতে অভ্যাস করে, যেন সে ঈশ্বরকেও এই ভাবে ধারণ করিতে পারে। যে সকল স্ত্রী পুরুষ, একবার মনান্তর হইলেই তাহাদিগের প্রণয়ের পদা-

র্গকে পরিত্যাগ করে, তাহারা ঈশ্বরের সহিত অনন্ত যোগ সংস্থাপন করিতে পারে না। ঈশ্বরের সহিত যোগ করিতে যাইয়া যদি তাহারা কোন প্রকার ক্লেশ পায়, অমনি তাহারা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া আপনাদিগের মনোভিমত সুখান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। যাহারা নানা-প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও দাম্পত্য-প্রেমের অবমাননা করেন নাই, তাঁহারা যে কোন বিঘ্ন বিপত্তিতে পতিত হইয়া ঈশ্বরের অপমান করিবেন, তাহা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে।

যখন দেখা যাইতেছে দাম্পত্য-প্রেমের মূলে এক মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ আছে, তখন সর্ব্ব প্রকারে সাবধান থাকিতে হয়; সেই উদ্দেশ্য সাধন পক্ষে যেন কোন প্রকারে বিঘ্ন উপস্থিত হইতে না পারে। আক্ষেপ এই, আমাদিগের দেশের লোকেরা এ বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও অনুধাবন করেন না। বহুদার পরিগ্রহ করা এ দেশে গৌরবের চিহ্ন! বহুভার্য্যাপুরুষ একবারও চিন্তা করিয়া দেখেন না, যে তাহারা অনেকেরই পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু কাহারো হৃদয় গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাহার নিকট অনেক মনোহর পুষ্প প্রস্ফুটিত রহিয়াছে, কিন্তু কেহই তাহাকে সুগন্ধদানে আমোদিত করিতেছে না। তিনি হৃদয়হীন সৌন্দর্য্যের অধিকারী। তিনি ভোগার্থ বহু স্ত্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু একটীও জীবনসহচরী প্রাপ্ত হন নাই। অনেকেই তাহার আমোদের অংশ গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু কেহই সুখী হইতে[illegible] সামাজিক নিয়ম তাহাদি[illegible] [illegible]ব সহবাসে আবদ্ধ ক[illegible] কিন্তু প্রণয়ে তাহাদিগকে ব[illegible]তে পারে নাই। এস্থলে স্বামী ও স্ত্রী সমুদয় দেবভাবহীন, কেবল পশুভাবই তাহাদিগের সম্মিলনের লক্ষ্য। প্রকৃতপ্রেমের ভাব, পরিশুদ্ধ পবিত্রতার ভাব তাহাদিগের হৃদয়ে নাই। তাহারা শূন্য হৃদয় লইয়া বাস করিতেছে। যাহাদিগের দাম্পত্য-প্রেমের অভাব, তাহারা কি প্রকারে ঈশ্বরের প্রতি অকপট প্রেম প্রকাশ করিতে অভ্যাস করিবে? তাহারা যেমন পশ্বাচারে অনুরত তাহাদিগের জীবনও সেইরূপ পশু ভাবেই গত হইবে।

আমাদিগের দেশের যে ভয়ানক অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, ইহা যে

কেমন প্রচণ্ড বেগে রসাতলে যাই-তেছে. তাহা অতি অল্প লোকেই চিন্তা করিয়া দেখিতেছেন।

"সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা, তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলেনিত্যং কল্যাণং তত্রবৈ ধ্রুবং॥"

এই দেব বাক্যের প্রকৃত সমাদর কয়জন লোকে করেন, এমন কয়টী গৃহ আছে যাহা দর্শন করিলে এই-বাক্য স্বতঃ স্মরণ হয়। আমরা কেবল কুশহারা হস্তে হস্তে বন্ধন করি, কিন্তু হৃদয়ে হৃদয়ে বন্ধন করি-তে কখনও যত্ন করি না। যে পর্য্যন্ত এ যত্ন না হইবে, সে পর্য্যন্ত প্রকৃত গৃহসুখ হইবে না। অকপট ঈশ্বর প্রেমের বৃদ্ধি হইবে না, সকলই শূন্য বোধ হইবে। অতএব আমাদিগের কর্ত্তব্য দাম্পত্য-প্রেম বৃদ্ধি পক্ষে প্রকৃত যত্ন করা হয়, যেসকল সামা-জিক নিয়ম ইহার প্রতিকূল করিতেছে, সাধ্যমত তাহার উচ্ছেদ করা হয়।

নূতন সংবাদ।

১ম। সম্প্রতি আহাদাবাদে একটী বিধবাবিবাহ হইয়াছে। বর কেচকাপুর স্কুলের প্রধান পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত সুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবাস গৌরপাই। পাত্রী কালীগঞ্জ নিবাসী শ্রীকালীনাথ পালধির কন্যা শ্রীমতী মনোমোহিনী দেবী।

২য়। কলিকাতায়ও গত শ্রাবণ মাসে একটী বিধবাবিবাহ হইয়া গিয়াছে। বর হাইকোর্টের উকিল বাবু শ্রীনাথ দাসের পুত্র শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাস। পাত্রী শ্রীমতী সৌরভিনী দাসী ভবানীপুরস্থ নবকৃষ্ণ বসুর পুত্রী।

৩য়। "ইংলণ্ডীয় পার্লেমেণ্ট নূতন মিউনিসিপাল আইনের পাণ্ডু-লেখ্যে স্ত্রীলোকদিগকেও সভ্য নি-র্ব্বাচনের ক্ষমতা দিয়াছেন।"

ইণ্ডিয়ান মিরার পত্র হইতে অনুবাদিত।

৪র্থ। এক খান বিলাতী চিকিৎ-সা পত্রে একজন ডাক্তার লিখিয়া-ছেন চিকিৎসা শাস্ত্রের যত উন্নতি হইতেছে পৃথিবীর যাবতীয় পীড়ায় মৃত্যু সংখ্যা তত বৃদ্ধি হইতেছে।

৫ম। বিবি মার্টিনের কর্ত্তৃত্বা-ধীনে পুনাতে একটী শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইবে। সংং-লির প্রধান পুরুষের স্ত্রী ঐ বিদ্যা-লয়ে ১২০০ টাকা দান করিয়াছেন।

৬ষ্ঠ। মিশর দেশের অন্তর্গত কেয়ারো নামক নগরের নিকটে একটী বৃক্ষ আছে, এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত যে জোসেফ এবং মেরী শিশু যীশুকে লইয়া মিশর দেশে পলায়ন কালে তাহার তলায় আশ্রয় লইয়া ছিলেন। সুয়েজ খাল খনন-কারী কোম্পানী ঐ বৃক্ষটী তাহাদিগের ভূসীমার মধ্যে পড়ায় কাটিতে উদ্যোগী হইয়াছিল, রাজ্ঞী ইউজিনী তজ্জন্য বৃক্ষটী ক্রয় করিয়া একজন প্রহরী নিয়োগ দ্বারা তাহাকে রক্ষা করিতেছেন।

৭ম। কিছু দিন হইল একজন সাহেবের গৃহে কতিপয় চোর প্রবেশ করে। এবং প্রথমতঃ একটা বাজনার বাকস-তে গিয়া হাত দেয় এবং স্পর্শ দ্বারা তাহার আকার ও গুরুত্বাদি দেখিয়া বাকসটীকে টাকার বাক্স মনে করে এবং উহা তুলিয়া লয়। যেই মাত্র

ক্রোড়পত্র দেখ।

বামাগণের রচনা।

সন্ধ্যা।

কিবা মনোহর হয় সন্ধ্যার সময়।
দেখিলে স্রষ্টার প্রতি ভক্তি উপজয় ॥
সুপ্রখর কর-রবি করি বিসর্জ্জন।
শ্রান্ত হয়ে অস্তাচলে করিল গমন ॥
সময় পাইয়া এবে ঘোর অন্ধকার।
করিতেছে বিশ্বরাজ্য ক্রমে অধিকার ॥
সরসীতে প্রস্ফুটিত কুমুদিনীদল।
সমীরণ ভরে যেন করে টল মল ॥
সন্ধ্যা সমাগত দেখি পেচক সকল।
পরিত্যাগ করিতেছে নিজ বাসস্থল ॥
চেষ্টিত হয়েছে তারা আহার কারণ।
দলে দলে নানাস্থলে করিছে ভ্রমণ ॥

প্রদোষ হইল দেখি বিহগ সকলে।
আসিছে পবন বেগে নিজ বাসস্থলে॥
দিন শ্রম হেতু ক্লান্ত দেহ হয়ে।
কৃষক চলিছে বেয়ে আপন আলয়ে॥
সন্তানের মুখশশী করিবে দর্শন।
এই ভাবি দ্রুতগতি করিছে গমন॥
ঊর্দ্ধ পুচ্ছ ধেনুগণ যায় গৃহ মুখে।
সঙ্গে সঙ্গে বৎসগণ চলিতেছে সুখে॥
দিবসে যে সব লোক ছিল চিন্তাকুল।
বিষয় জালেতে যারা আছিল ব্যাকুল।
সন্ধ্যা দেখি তারা অতি হয়ে হৃষ্ট মন।
মন সাধে চারি দিকে করে বিচরণ॥
তিমিরের অতিশয় প্রভাব হেরিয়া।
উদিত হইল ইন্দু হাসিয়া হাসিয়া॥
শশীর বিমল আভা করি দরশন।
অন্ধকার ভয় পেয়ে করে পলায়ন॥
শান্তি রক্ষকেরে দেখে যেমন তস্কর।
সভয় অন্তরে হয় পলায়নপর॥
আকাশেতে সমুদিত এবে নিশামণি।
অম্বরে জ্বলিছে যেন সমুজ্জ্বল মণি॥
রতন ভাতিছে যেন প্রকৃতির ভালে।
শোভিছে তারকা দল ঘন কেশ জালে॥
অথবা তারকাবলি হইয়া উদিত।
গগন করেছে যেন হীরক খচিত॥
সরোবর সুশোভিত শশাঙ্ক কিরণে।
যেন বিধু নিজ মুখ দেখিছে দর্পণে॥
সুশান্ত হয়েছে এবে নীরধির নীর।
পবন হিল্লোলে ঊর্ম্মি বহিতেছে ধীর॥

শশধর ছায়া বক্ষে করিয়া ধারণ।
সরসী হয়েছে যেন আনন্দে মগন॥
গৃহ সব আলোকিত প্রদীপ মালায়।
কনকের হার যেন পরেছে গলায়॥
মন্দ মন্দ বহিতেছে সন্ধ্যা সমীরণ।
পরশন মাত্র যেন জুড়ায় জীবন॥
এ হেন প্রদোষ শোভা করি দরশন।
কার না বিভুর প্রেমে মগ্ন হয় মন॥
মরি! কি প্রশান্ত ভাব করিয়া ধারণ।
প্রকৃতি বিভুর যশ করিছে ঘোষণ॥
এক তালে এক স্বরে সকলে মিলিয়া।
গাইছে বিভুর গুণ আনন্দে মাতিয়া॥
অরে মম মূঢ় মন, আর কত কাল।
মোহ কূপে মগ্ন হয়ে কাটাইবে কাল॥
প্রদোষ সুষমা তুমি করি নিরীক্ষণ।
এক চিত্ত হয়ে কর স্রষ্টাকে পূজন॥
যে করিল এইরূপে সন্ধ্যার সৃজন।
ভাব তাঁরে দিবা নিশি হয়ে এক মন॥
যাঁহার আদেশে রবি হইয়া উদয়।
প্রখর কিরণে পৃথ্বী করে আলোময়॥
যাঁহার আদেশে চন্দ্র তারা গ্রহগণ।
নিয়মিত রূপে কক্ষে করয় ভ্রমণ॥
যাঁহার আদেশে এই সন্ধ্যার সময়।
দেখিতে হয়েছে আহা! কেমন সুখময়॥
সেই নিরঞ্জনে মন করহ স্মরণ।
ভাব সেই নিরাকারে অনাদি কারণ॥

বৌবাজার। শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৭৫ সংখ্যা। } কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১২৭৬। } ৫ম ভাগ

পতিব্রতা ধর্ম্ম।

(১১১ পৃষ্ঠার পর)

প্র। কোন্ স্ত্রী উভয় লোকে সুখভোগ করেন?

উ। "পতিপ্রিয় হিতে যুক্তা, স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি, প্রেত্য চানুপমং সুখং॥"
পতির হিতেতে রত, পতি প্রিয়কামা,
জিতেন্দ্রিয়া সদাচারা পতিব্রতা রামা,
ইহলোকে লভে কীর্ত্তি সাবিত্রীর সম,
পরলোকে পায় সুখ অতি অনুপম।

যে ভার্য্যা পতির প্রিয় ও হিত কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন এবং সদাচারা ও জিতেন্দ্রিয়া হয়েন, তিনি ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে অনুপম সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন।

প্র। পতিব্রতা রমণীদিগের কতিপয় কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ কর।

উ: (ক)। "উক্তরে নোত্তরং দদ্যাৎ, স্বামিনঃ পতিব্রতা।
ন কোপং কুরুতে শুদ্ধা, তাড়নাদপি কোপতঃ॥"

স্বামীর সমান সতী করিতে উত্তর,
সংযত হবেন সদা, কোপে নিরুত্তর।
ক্রোধ ভরে কভু যেন কর্কশ বচন—
রসনাগ্রে নাহি তাঁর হয় উচ্চারণ।

পতিব্রতা রমণীগণ, স্বামীর সমান উত্তর, অথবা ন্যায্য বিষয়ে তাঁহার মতে আপত্তি করিবেন না। এবং ক্রোধ পরবশ হইয়া, কদাচ তাড়না বা কর্কশতা প্রয়োগ করিবেন না।

(খ) "উচ্চৈর্বদেন্ন পরুষং নবহূন্ পত্যুরপ্রিয়ং।
অপবাদো ন বক্তব্যঃ কলহং দূরত স্ত্যজেৎ॥"

কঠোর, নিষ্ঠুর বাক্য, বহু বা অপ্রিয়,
পতি অপবাদ কিম্বা হ(উ)ক পরকীয়,
নাহি কহিবেন সাধ্বী এই সমুদয়,
কলহ তাঁ হতে যেন অতি দূরে রয়।

সাধুশীলা স্ত্রী, উচ্চৈঃস্বরে অথবা অনর্থক বহু কথা কহিবেন না; কলহ, নিষ্ঠুর ও অপ্রিয় কথা একবারে পরিত্যাগ করিবেন; কদাচ স্বামীর অথবা অন্যদীয় অপবাদ ঘোষণা করিবেন না।

(গ) "উচ্চাসনং ন সেবেত, ন ব্রজেৎ পরবেশ্মসু।
ন ত্রপাকরবাক্যানি বক্তব্যানি কদাচন॥"

আপন ইচ্ছায় কভু অন্যের ভবন—
গমন বিহিত নাহি হয় কদাচন।
কহা অনুচিত যাহে লজ্জার উদয়;
স্বামী হতে উচ্চাসনে বসা ভাল নয়।

সাধ্বী স্ত্রী, স্বামীর নিকট, তাঁহা হইতে উচ্চ আসনে বসিবেন না; গুরু জনের অনুমতি বা সম্মতি ব্যতিরেকে, আপন ইচ্ছাক্রমে কদাচ পর গৃহে গমন করিবেন না; আর যে কথা শুনিলে স্বামীর অথবা অন্যের লজ্জা বোধ হয়, এরূপ অশ্লীল কথা কখনই মুখে আনিবেন না।

(ঘ) ইদমেক ব্রতং স্ত্রীণা মরমেকো বৃষঃপরঃ।
ইয়মেকা দেবপূজা, ভর্ত্তৃবাক্যং ন লঙ্ঘয়েৎ॥

পতি বশে থাকি, তাঁর বাক্যানুসরণ,
ইহাই সাধ্বীর ব্রত, পূজা, ধর্ম্ম-ধন ।

ধর্ম্ম পরায়ণ সৎপতির আজ্ঞা প্রতিপালন করাই, স্ত্রীদিগের মহাব্রত, পরম ধর্ম্ম ও দেব পূজা ।

(৬) "নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্‌যজ্ঞো, ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতং ।
পতিং শুশ্রূষতে যেন, তেন স্বর্গে মহীয়তে ॥"

সাধ্বীর পৃথক্ যজ্ঞ ব্রত উপবাস,
পতি সেবা ভিন্ন কিছু নাহি প্রয়োজন ;
পতি সেবা পুণ্যে তাঁর স্বর্গে চিরবাস,
পূর্ব্বতন মনু আদি বুধের বচন ।

পতিব্রতা রমণীদিগের পতি সেবা ও তাঁহার আদেশ প্রতিপালন ব্যতিরেকে, অন্য ব্রতোপাসনাদি বাহুল্য মাত্র । তাঁহারা পতি সেবা রূপ পরম ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন, তাহাতেই স্বর্গ সুখ সম্ভোগ করিতে পারিবেন ।

প্র । কোন্ স্ত্রী ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়াও পুণ্য লাভে বঞ্চিতা ?

উ । "সর্ব্বধর্ম্ম পরীতা যা কটূক্তিং কুরুতে পতিং ।
শতজন্মকৃতং পুণ্যং, তস্যা নশ্যতি নিশ্চিতং ॥"

ধর্ম্ম কর্ম্মে যেই নারী রত নিরন্তর,
কটূক্তি বর্ষয়ে কিন্তু পতির উপর,
কিরূপে পুণ্যেতে তার হবে ফলোদয় ?
পূজ্য-পূজা-ব্যতিক্রমে নাশে সমুদয় ॥

যে স্ত্রী নিয়ত দান ধর্ম্মাদি নানা প্রকার ধর্ম্মাচরণে রত, কিন্তু পতি-ভক্তি বিহীন হইয়া স্বামীর প্রতি সর্ব্বদা কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাঁহার অন্যান্য সৎকর্ম্ম জনিত সমুদায় পুণ্য রাশি বিনষ্ট হইয়া যায় ।

প্র । কোন্ স্ত্রী অশুচি ও ধর্ম্মহীনা ?

উ । "যস্তক্তির্নাস্তি কান্তেচ, সর্ব্বপ্রিয়তমে পরে,
সা শুচি ধর্ম্মহীনা চ সর্ব্বকর্ম্ম বিবর্জ্জিতা ॥"

যে পতি সকল হতে অতি প্রিয়তম,
পবিত্র প্রণয় পাত্র নাহি যার সম,
তাহাতে যে রমণীর ভক্তি নাহি রয়,
ধর্ম্ম, কর্ম্ম, শৌচ তার বৃথা সমুদয়।

সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম পতির প্রতি যে রমণীর ভক্তি না থাকে, তাঁহার শরীর ও মন নিয়তই অশুচি; সুতরাং তিনি কোন রূপ ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকারিণী হইতে পারেন না।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)।

রাজ্ঞী আর্টিমিসিয়ার আশ্চর্য্য সাহসিকতা।
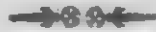
মহারাজ জর্‌ক্সিস্ পারস্যাধিপতি
পঞ্চাশৎ লক্ষাধিক সেনার সংহতি,
শৌর্য্য বীর্য্যে সর্ব্ব বীর, মন্ত্রী, পরিহরি,
বাখানিলা আর্টিমিসা কেরিয়া-ঈশ্বরী।

কেরিয়ার অধীশ্বরী আর্টিমিসিয়া সাহস ও স্বদেশানুরাগ গুণে অতিশয় বিখ্যাত হইয়াছিলেন। পারস্যের সম্রাট্ জর্‌ক্সিস্ অর্ণবপোত সমূহ সমভিব্যাহারে যখন গ্রীশদেশ * জয় করিতে যান, তখন এই রাজ্ঞী সম্রাটকে যে উপদেশ দেন তাহাতে তাঁহার বিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া

* গ্রীশ দেশের ইতিহাসের মধ্যে পারসিকদিগের সহিত গ্রীকদিগের যুদ্ধ একটী অতি প্রধান ঘটনা। খৃষ্টের জন্মের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে পারস্য সম্রাট ডেরায়সের অধীনস্থ আয়োনীয় জাতি (গ্রীকবংশীয়) বিদ্রোহী হইলে আথিনীয়েরা তাহাদিগের পক্ষ হইয়া সার্ডিস নগর দগ্ধ করেন। ইহাতে ডেরায়স্ প্রতিজ্ঞা করেন, আথেন্‌স নগর ধ্বংস করিবেন। এইটী এই মহাযুদ্ধের মূল কারণ। ইহার ফল প্রায় ২০০ বৎসর পর্য্যন্ত চলিয়া অবশেষে পারস্য মহারাজ্য মহাবীর আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক পরাজিত ও বিনষ্ট হয়।

যায় এবং সালামিসের যুদ্ধে তিনি যেরূপ সাহসিকতা প্রকাশ করেন, তাহাতে সকল বীর-পুরুষ অপেক্ষাও তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হন। অনেক গ্রন্থকার তাহার যশঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক হিরোডোটস্ তাঁহার যে আখ্যায়িকা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল।

"আর্টিমিসিয়া স্ত্রীলোক হইয়াও গ্রীসীয় যুদ্ধে সেনাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন, অতএব তাহার যথেষ্ট প্রশংসাবাদ না করিয়া নিরস্ত থাকা যায় না। তাঁহার স্বামীর লোকান্তর হইলে তাঁহার পুত্র নিতান্ত শিশু থাকাতে সমুদায় রাজকার্য্যের ভার তাঁহারই হস্তে পতিত হয় এবং তিনি স্বীয় স্বাভাবিক সাহস ও তেজস্বিতা অবলম্বন পূর্ব্বক তাহা সম্পাদন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি লিগডামিসের কন্যা। তাঁহার পিতৃকুল হালিকার্ণাসস্ এবং মাতৃকুল ক্রীট বংশোদ্ভুত। তিনি ৫ খানি রণতরী সজ্জিত করেন এবং সাইডোনীয় ব্যতীত আর সকল জাহাজ অপেক্ষা তাহা উৎকৃষ্ট। তিনি সম্রাটকে যে সদুপদেশ দেন, তজ্জন্য তিনি বন্ধু-রাজগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ হন। ডোরীয় জাতি ইহাঁর অধীনস্থ ছিল।

সালামিসের যুদ্ধের পূর্ব্বে "সেনাপতিদিগের সহিত কথোপকথন ও তাহাদিগের অভিপ্রায় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত জরাক্সিস্ স্বয়ং রণতরী সকলে উপস্থিত হইলেন। তাহার আগমনে একটী সভা হইল, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় রাজারা এবং সেনাপতিগণ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট পদোচিত আসন গ্রহণ করিলেন। যুদ্ধ করিতে সকলে ইচ্ছুক কি না, ইহা জানিবার নিমিত্ত সম্রাট্ মার্ডোনিয়স্ দ্বারা * প্রত্যেকের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। মার্ডোনিয়স্ প্রথমে সাইডনের, তৎপরে টায়ারের এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকল প্রদেশের রাজাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন সকলেই তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। কিন্তু আর্টিমিসিয়া এই প্রকারে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

* মার্ডোনিয়স্ ডেরায়সের জামাতা ও জরাক্সিসের ভাগিনেয়। ইনি সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিলেন।

'মার্ডোনিয়স্! এই আমার মত সম্রাটকে নিবেদন কর। ইউবিয়ার যুদ্ধে আপনি যে ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে অপমানিত বা অপদস্থ হন নাই, অতএব আমার বিবেচনায় যাহা আপনার মঙ্গল জনক বলিতেছি। আমি বলি, জাহাজ সকল বাঁচান, এবং যুদ্ধে ক্ষান্ত হউন্। স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষা পুরুষেরা যেরূপ বলবান্, সমুদ্র যুদ্ধে পারসিকদিগের অপেক্ষা গ্রীকেরা সেইরূপ বলবান্। আরও যুদ্ধ করিবার কি প্রয়োজন হইতেছে? আথেন্স নগর অধিকার করা আপনার যুদ্ধযাত্রার উদ্দেশ্য, তাহা ত সম্পন্ন হইয়াছে, গ্রীসের অপর প্রদেশ সকলও আপনার হস্তগত, কেহ আপনাকে বাধা দিতেছে না। যাঁহারা প্রতিপক্ষ ছিল, উপযুক্ত দণ্ড পাইয়াছে। আপনার বিপক্ষদিগের অবস্থা বর্ণন করিতেছি; আপনি যদি সমুদ্র যুদ্ধে উৎসুক না হন এবং আপনার জাহাজ সকল এই স্থানে রাখিতে অথবা দক্ষিণাভিমুখে চালাইতে অনুমতি দেন, আপনার অভিপ্রায় নিশ্চয়ই সম্পন্ন হইবে। গ্রীকেরা দীর্ঘকাল আপনার প্রতিরোধ করিতে পারিবে না; আপনার প্রতাপে তাহারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া স্ব স্ব আবাসে গমন করিবে। আমি বিশেষ রূপে জানিয়াছি যে তাহারা যে দ্বীপে আছে, তথায় তাহাদের খাদ্য লাভের উপায় নাই; এবং আপনি যদি পিলোপনিসে (দক্ষিণ গ্রীসে) প্রবেশ করেন, অত্রত্য গ্রীকেরা যে আথিনীয়দিগের নিমিত্ত যুদ্ধ করিবে তাহা সম্ভাবিত নহে। কিন্তু আপনি যদি তাহাদের সহিত সমুদ্র যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে আপনার স্থল সৈন্যগণের পরাভবের উপর সমুদ্র-তরী সকলেরও পরাভব দেখিতে হইবে। ইহাও দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম করিবেন যে কখন কখন সাধু প্রভুদিগেরও অসাধু ভৃত্য হয়, এবং অনেক সময় অসাধু প্রভুও বিশ্বাসী ভৃত্য প্রাপ্ত হন। হে রাজন্! আপনি একজন অতি সাধু মনুষ্য; কিন্তু আপনার অধীনস্থ মিসর, সাইপ্রস, সিলিসিয়া ও পাম্ফিলিয়া বাসীদিগের হইতে কোন মঙ্গলের আশা করিবেন না।'

"যাঁহারা আর্টিমিসিয়ার শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, তাহারা তাঁহার উক্ত প্রকার মত শুনিয়া মনে করিলেন, এবার বুঝি ইনি সম্রাটের কোপে পড়িলেন; তাঁহার শত্রুরা তাঁহার অপমান কামনা করিতেন এবং

সম্রাটের সহিত তাঁহার সদ্ভাব দেখিয়া ঈর্ষ্যান্বিত ছিলেন, এক্ষণে তাঁহার প্রতিবাদ তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ হইবে বিশ্বাস করিয়া আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন। কিন্তু অরাকিন্‌ সকলের মত শ্রবণ করিয়া আটি মিসিয়ার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে রাজ্ঞীর পক্ষপাতী ছিলেন, এখন তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। যাহাহউক অধিকাংশের মতই তাঁহাকে গ্রাহ্য করিতে হইল; এবং ইণ্ডিয়ার দুর্ঘটনা তাঁহার অনুপস্থিতি নিবন্ধন ভাবিয়া সালামিসের যুদ্ধ স্বচক্ষে দর্শন করিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)।

চিত্তবিনোদিনী।

দশম অধ্যায়।

ক্রমে দিবাবসান উপস্থিত। যে রমণীয় অপরাহ্ণ কালকে প্রতীক্ষা করিয়া, ধনী দরিদ্র, বিলাসী পরিশ্রমী, প্রভু ভৃত্য, সুখী দুঃখী সকলেই গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নিক প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডোত্তাপ সহ্য করিয়াছে;—যাহার জন্যই গ্রীষ্ম ঋতু কথঞ্চিৎ আদরণীয় হইয়াছে;—যাহার শোভা বর্ণন করিতে গিয়া কবিরা অসংখ্য ভাবপূর্ণ উৎপ্রেক্ষা রাশি প্রস্তুত করিয়াছেন, সেই সুন্দর সুখের সায়ংকাল, সুরঞ্জিত সুসজ্জিত বেশে মীরট নগরে সমুপস্থিত। পশ্চিমাকাশ এখনও আরক্তবর্ণ এবং তন্নিবন্ধন তত্রস্থ ইতস্ততঃ পরিভ্রান্ত মেঘমালা চিত্রবিচিত্র হইয়া সুদৃশ্য দৃশ্যে নয়নকে পরিতৃপ্ত করিতেছে। নভঃস্থল সুরম্য সুনীল; মধ্যে মধ্যে বায়ুতাড়িত খণ্ড খণ্ড ক্ষীণ নীরদ নিচয়ের শ্বেতবর্ণে আকাশের নীলিমাবর্ণ যেন অধিকতর শোভনীয় হইয়াছে। বায়ু এখনও কদোষ্ণ, কিন্তু মন্দ মন্দ হিল্লোলে সঞ্চালিত হওয়াতে মলয় মারুতের মাধুর্য্য ও ঈষৎ শৈত্যও বিলক্ষণ বোধ হইতেছে। সুসজ্জিত ইউরোপীয় নিবাস গ্রীষ্ম-প্রধান দেশবাসী ভাস্বর ভাস্করের অদর্শনে, রৌদ্রদগ্ধা জলাভিষিক্ত প্রকৃতি

উষার মুখাবগুণ্ঠনোন্মুক্তা হইয়া অহহ মুমূর্ষু প্রায় বিদেশীয়দিগকে বায়ু সেবন ও বিহারার্থ কথঞ্চিৎ অবকাশ প্রদান করিল।

ইউরোপীয়েরা সাস্ত্রীক সশিশু বিহারে উন্মাদিত। কেহ দ্ব্যশ্ব, কেহ একাশ্ব, কেহ চতুশ্চক্র, কেহ দ্বিচক্র অনাবৃত যানে আরূঢ়;—কেহ বা সতেজ অশ্ব পৃষ্ঠে, কেহ বা যষ্টি হস্তে সদান্তরে পাদচারণে প্রবৃত্ত। ছাউনির মাঠ জীবন ও আনন্দে পূর্ণ হইল। এক সম্প্রদায় কেলিগৃহে বালকের ন্যায় ক্রীড়াসক্ত; অন্য সম্প্রদায় পরস্পর সম্মুখীন হইয়া এক হস্তে যষ্টি দ্বারা তদুপরি আক্রমণে রত এবং অপর হস্তে নিজ নিজ লম্বিত শ্মশ্রু আকর্ষণ করতঃ রাজকার্য্য, সৈনিক ব্যাপার, বারাকপুরের গোলমাল সম্বলিত সোৎসাহ বাদানুবাদে প্রবৃত্ত। কেহ বা নবোঢ়া ললনার সহিত মধুরালাপনে চিত্তবিনোদন করিতেছেন, কেহ বা করে কপোল বিন্যাস পূর্ব্বক মনোমত চিন্তাতে নিমগ্ন হইয়া ততোধিক সুখ ভোগ করিতেছেন। কোন স্থলে অধ্যবসায়ী কুমারগণ সুকুমারীগণের প্রণয় প্রার্থনায় বিলক্ষণ অভিনিবিষ্ট, কোন স্থলে লঘুমতি তরুণীগণ নাট্যানুরাগী তরুণগণের স্কন্ধে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক পরস্পর সমাকৃষ্ট হইয়া আনন্দে সভ্যতাসূচক নৃত্য করিতেছেন! সুন্দর শ্বেত শিশুগণ দাসদাসীর সহিত নৃত্য করতঃ বাদ্যস্থলী প্রদক্ষিণ করিতেছে। বায়ু সেবনে বিনির্গত সুসেবিত তুরঙ্গমগণ বক্রগ্রীব হইয়া সতেজ প্রোথরব করিতেছে; কেহ বা হেষারব ও ক্ষিপ্ত পাদবিক্ষেপে রক্ষককে ঘর্ম্মাক্ত করিতেছে। শোক দুঃখ বা কোন প্রকার নিরানন্দ এস্থলে দৃষ্ট হয় না। ইউরোপীয় যুবকগণ স্ত্রী মর্য্যাদায় এরূপ দীক্ষিত, যে প্রোষিত ভর্তৃকাদিগের ও দুঃখে ও ভয়ে সঙ্কুচিত থাকিতে হয় না।

অন্যান্য ইউরোপীয়ের ন্যায় রেমণ্ড পরিবারও বায়ু সেবনে বহির্গত। বিজয় সিংহ এতক্ষণে ঐ দিবসের ঘটনা এমনি কৌশল পূর্ব্বক বর্ণন করিতেছিলেন, যে চাকর প্রভৃতি সকলেরই সন্দেহ জন্মে। পাছে সেই ক্ষুদ্র পত্রটির মর্ম্ম প্রকাশ পাইয়া চাকর নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন হয়, এজন্য তাহা উল্লেখও করেন নাই। নানা প্রকার গৌণ সঙ্কেত দ্বারা রেমণ্ড পরিবারকে গৃহত্যাগ করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু তাহা সম্যক্ উপলব্ধ

না হওয়াতে বিজয় নিজেই সতর্ক ভাবে তাঁহাদিগের অনুসরণ করিলেন।

হাউনির মাঠে সকলেই নিশ্চিন্ত, কেবল বিজয়ের ভাব স্বতন্ত্র। তিনি সন্দিগ্ধ হইয়া সামান্য ঘটনাও আশ্চর্য্য বোধ করিতেছেন? প্রচলিত ঘটনাও ভয় প্রকাশ অমঙ্গল সূচক বোধ করিতেছেন। প্রতি ঘটনায় সচকিত ভাবে হাউনির দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। বৈকালিক রমণীয়তার সহিত তিনি অভূত পূর্ব্ব অশুভ লক্ষণ দেখিতে লাগিলেন। অকারণে অশ্বরন্দ হেষারব করতঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে, কুকুরেরা ক্ষণে ক্ষণে স্বকর্ণ দীর্ঘ করিতেছে, দিবাভাগেই শিবাগণ দৃষ্টিপথে নিপতিত হইতে সাহসী হইতেছে। অসংখ্য কাক সকল মহা কোলাহলে মস্তকোপরি উড্ডীয়মান হইয়াছে, শকুনি গৃধিনীরা শূন্যে উড্ডীয়মান হইয়া যেন হাউনির প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টি করিতেছে। স্বভাবতঃ বিজয়ের মনে এরূপ অশুভ চিন্তা হইতেছিল। কিন্তু তিনি কিঞ্চিৎ সচেতন হইয়া এই অশুভ চিন্তায় লজ্জিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ উক্ত কুসংস্কার মন হইতে উন্মূলিত করিবার জন্য বাদ্যমণ্ডলীতে গিয়া তান লয় বিশুদ্ধ ইংরাজী সংগীতে মনোযোগ দিলেন। উহার তান লয় এমনি উত্তেজক যে অশ্বরন্দেরা তদনুযায়ী তালে তালে নৃত্য করিতেছে; এবং উহার অর্থও বিলক্ষণ উত্তেজক, যে হেতুক কতিপয় যুবা দর্পে স্ফীত ও মধ্যে মধ্যে বিকট হাস্যে প্রফুল্লিত হইতেছে। বিজয় মনোযোগ পূর্ব্বক এই প্রকার একটি ইংরাজী গীত বুঝিলেন।

জয় ইংলণ্ডের জয়, ভারত রাজ্যের জয়।
ব্রিটিশ জয়পতাকা উড়িছে ভারতময়।
আমাদের বাহুবলে, আমাদের সুকৌশলে,
পড়িয়াছে পদতলে, পুরাণ ভারত।
এ অসভ্য মূর্খ জাতি, নহি সভ্য জ্ঞান জ্যোতি,
বিপদ্ভয়ে অব্যাহতি, আছে সুখে রত।
তথাপি কৃতঘ্ন জাতি কিছুতে সন্তুষ্ট নয়!
পাপী সয়তানাশ্রিত, না বুঝি আপন হিত,
হয়ে বৃথা ভয়ে ভীত, ত্যাজে সত্য ধর্ম্ম।

দুর্ম্মতি পাষণ্ডগণে, পুতক্ষ ধর্ম্মদানে,
নতুবা খেদাও বনে,—নাহিক অধর্ম্ম।
ধর্ম্মহীন নরগণ বনপশু ইতর নয়!
ওহে ভারত কোম্পানি, দাও এই আজ্ঞা আনি,
হবে ভারত এখনি, হবি নিষ্কণ্টক।
আমেরিকা জয় যত, আদিম নিবাসী যত,
বনে করি নির্বাসিত—পুতুল পূজক।
ব্রিটিশ ভারত বাসে হিন্দু কভু যোগ্য নয়!

এ গীতটি রেমণ্ড সাহেবের ন্যায় উষ্ণ-শোণিত উগ্র ইংরাজগণের অভিমতানুযায়ী। বারাকপুর, বহরমপুর, ইত্যাদি স্থলের বিদ্রোহোদ্যোগ সিপাহীগণের আধুনিক ঔদ্ধত্য এবং গবর্ণমেণ্টের মৃদু ব্যবহার দর্শনে তাঁহারা নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। মহাত্ম' কানিং বাহাদুরের ন্যায়ও সদয় ব্যবহার তাঁহাদের নিকট নীচতা ও কাপুরুষ মাত্র প্রতীত হইত। যখন সিপাহীরা একবার অবিশ্বাস্য হইয়াছে, তাঁহাদের মতে একেবারে বলের সহিত তাবৎ সিপাহীগণকে নিরস্ত্র ও দূরীভূত করা আবশ্যক। কেহ কেহ বল পূর্ব্বক খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার ভারতবর্ষে শান্তি সংস্থাপনের একমাত্র উপায় বোধ করেন। কতিপয় ব্যক্তি মনে করেন উর্ব্বরা ভারতবর্ষ আমেরিকার ন্যায় বৃহৎ কৃষিক্ষেত্রচয়ে পরিণত হইলে এবং অবিশ্বাসী হিন্দুগণকে সমূলোচ্ছেদিত অথবা কৃষিকার্য্যের সহায় মাত্র রূপে রক্ষা করিলে, ইংলণ্ডের প্রভূত লাভের বিষয়।* তাহা হইলে সিপাহী দল অনাবশ্যক হইবেক; সুতরাং কোন কালে বিদ্রোহের ভয় করিতে হইবেক না। যাঁহাদের এরূপ ভয়ঙ্কর মত উক্ত সঙ্গীত যে তাঁহাদের বিশেষ প্রিয় হইবেক তাহার সন্দেহ কি? কিন্তু বিজয় ভাবিতে লাগিলেন, হয়ত ইহা পিপীলিকার পক্ষোদ্ভেদের ন্যায় 'আসন্ন কালের বিপরীত বুদ্ধির' পরিচয় মাত্র!

* বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে বাঙ্গলা দেশে নীল কুঠির দৌরাত্ম্য হয়, তাহা এই সম্প্রদায়ের মত কার্য্যে পোষণ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ও ভদ্র ইংরাজেরা চিরকালই এ মতের বিরোধী।

ক্রমে সন্ধ্যাকাল সমাগত। প্রতিপক্ষ্মপাতে, প্রতিপলকে অন্ধকার যেন গাঢ়তর হইতেছে; পশ্চিমাকাশের রক্তিমাবর্ণ মলিন হইতেছে। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে উষা এক মনোহর শুভ্রতর বেশ ধারণ করিল। নবীনচন্দ্রের জ্যোতিঃ শ্যাম দুর্ব্বাদলোপরি মনুষ্যাদির ছায়াপাত করিল। এতদ্রূপ সন্ধ্যাকাল ও সন্দিগ্ধ হৃদয়ের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। আশঙ্কা রূপ তমোজালে বিজয়ের হৃদয় পশ্চিমাকাশের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে মলিন হইতেছে, কিন্তু আশারূপ চন্দ্রোদয়ে সে মলিনতা সংশোধিত হইতেছে। বিজয় আসন্ন বিপদাশঙ্কা ও 'সর্ব্বৈব মিথ্যা' ইতি আশা বচনে দোদুল্যমান হইতেছেন। কৈ, এইত সময়! হাউনি নিস্তব্ধ যে? এমন সময় গম্ভীর নিনাদে ধর্ম্মালয়ের ঘন্টা নিনাদিত হইতে লাগিল। বায়ু সেবকেরা পরিতৃপ্ত হইয়া স্ব স্ব যানে, কেহ গৃহাভিমুখে, কেহ একেবারে ধর্ম্মালয়াভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। একটি বালক ঐ শব্দশ্রবণ করতঃ কহিয়া উঠিল "মাতঃ কাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হইতেছে?" তাঁহার মাতা কহিলেন, "ও কি বাছা? ও যে ধর্ম্মালয়ের আহ্বানবাদ্য। অন্য এক রমণী বলিলেন, "শিশুটি মিথ্যা কহে নাই। আমারও হৃদয় কেমন ব্যাথিত হইয়া উঠিতেছে! যাই ধর্ম্মালয়ে গিয়া মনকে শান্ত করি।"

এই সকল ক্ষুদ্র ঘটনাতে বিজয়ের মন আরও ব্যস্ত হইল। তখন তিনি স্পষ্ট বিদ্রোহের আশঙ্কা দেখাইয়া রেমণ্ড পরিবারকে ধর্ম্মালয়ে যাইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু বিবি রেমণ্ড কহিলেন, যদি প্রাণ যায়, উপাসনাকালীন ধর্ম্মালয়ে জীবন সমর্পণ করা আনন্দের বিষয়! অগত্যা বিজয় ধর্ম্মালয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রহরীর ন্যায় বহির্ভাগে রহিলেন। হাউনির প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছেন। ইউরোপীয়েরা সকলেই ধর্ম্মালয়ে উপাসনায় নিযুক্ত হইয়াছেন। এমন সময় অকস্মাৎ এক তূরীধ্বনি হইল ও তৎক্ষণাৎ একটি বন্দুকের শব্দ হইল। বিজয়সিংহ সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। অনেক দূরে গিয়া দেখিলেন এক দল সিপাহী সসজ্জ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইতি মধ্যে কর্ণেল ফিনিস ধর্ম্মালয় হইতে দ্রুত বেগে আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। কর্ণেল সাহেব উক্ত শব্দে সন্দিগ্ধ হইয়া পলটনের অবস্থা দেখিতে

আসিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে সিপাহীগণের গৃহ সমূহ জ্বলিয়া উঠিল এবং বিদ্রোহীরা এক ভীষণ হল্লা করিয়া অগ্রসর হইল। দেখিতে দেখিতে কর্ণেল সাহেব আহত ও মৃত হইলেন। হতভাগ্য ফিনিস সাহেব এই মহা বিদ্রোহের প্রথম বলি হইলেন!

বিজয় আর স্থির থাকিতে না পারিয়া ধর্ম্মালয়ে রেমণ্ড পরিবার রক্ষার্থ প্রত্যাহৃত হইলেন। দেখিলেন তথায় বিলক্ষণ গোলোযোগ উপস্থিত। অগণ্য সিপাহী চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া অনবরত বন্দুক ছুড়িতেছে। মধুচক্রে আঘাত দিলে, মক্ষিকারা যেরূপ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, ইউরোপীয়েরা ধর্ম্মালয় হইতে তদ্রূপ নির্গত হইতেছেন এবং একে একে নৃশংস বিদ্রোহীগণের হস্তে নিপতিত হইতেছেন। ভয়ানক বিপর্য্যয় উপস্থিত। একদিকে ক্রন্দন ও ভয়চকিত চীৎকার ধ্বনি, অন্যদিকে বন্দুকের শব্দ ও ভীষণ জয়ধ্বনি। নিতান্ত সাহসে ভর দিয়া বিজয় ধর্ম্মালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তথায় শোণিত স্রোতে হতভাগ্য ইউরোপীয়গণের দেহ ভাসমান রহিয়াছে। আততায়ীরা আর জীবন্ত শত্রু গৃহ মধ্যে না পাইয়া অচেতন দ্রব্যাদির প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিতেছে। গোপনে গোপনে এক ক্ষুদ্রদ্বার দিয়া বিজয় প্রবেশ করিয়াছিলেন। ব্যস্ততা প্রযুক্তই হউক আর বিজয়ের সামান্য হিন্দুস্থানী বেশ দৃষ্টে উপেক্ষা জনিতই হউক, তিনি অলক্ষিত হইয়া নিরাপদে রহিলেন। সেখানে রেমণ্ড পরিবারের কোন চিহ্ন না পাইয়া, বিজয় হতাশ হইয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধানার্থ বহির্ভাগে নির্গত হইলেন। পথে, মাঠে সে রজনীতে অতি শোচনীয় ব্যাপার হইতেছিল। কোথায়ও আহত আরোহী লইয়া বা আরোহী-বিহীন হইয়া অশ্বগণ ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে কোথায়ও সতেজ অশ্ব শূন্য শকট লইয়া অন্থানে নিপতিত রহিয়াছে এবং আপনিও বন্ধনোন্মুক্ত হইবার জন্য অনর্থক চেষ্টা করিতেছে, কোথায়ও মৃতপ্রায় আহত দেহ প্রাণ বিয়োগ সূচক দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিতেছে, কোথাও অনাথ শিশু মা মা করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে; এমন সময় কোন এক নৃশংস সিপাহী আসিয়া বল্লমের দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিল। বিজয় আর সহ্য করিতে না পারিয়া স্বীয় বস্ত্রা-

শাণিত অসি নিষ্কোষিত করিয়া তাহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। পলায়ন পর ইউরোপীয়েরা নানা প্রকারে হত হইয়াছেন। কেহ ধামারোহী থাকিয়া অদৃশ্য বন্দুকের লক্ষে বিদ্ধ হইয়াছেন, কেহ দ্রুত পদে ধাবমান হইয়া অদৃশ্য কৃপাণাঘাতে ছিন্ন মস্তক বা ছিন্ন হস্ত পদ হইয়াছেন। এখন আর সেখানে সিপাহীরা নাই, কেবল তাহাদের ভীষণ কার্য্যের চিহ্ন রহিয়াছে। বিজয় কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া এবং আপনার মনঃকল্পিত আশায় হতাশ হইয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, এমত সময়ে রেমণ্ড সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি কহিলেন তিনি বিবি রেমণ্ডকে এক শকটারোহণে অনাহত যাইতে দেখিয়াছেন এবং বোধ হয় এমি ও হেলেনা তৎসমভিব্যাহারে ছিল। অতএব উভয়ে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

সেখানেও বিষম ব্যাপার। বিদ্রোহীরা বাঙ্গলা সমূহে প্রবেশ করিয়া ইউরোপীয়গণের প্রাণ বিনাশ করতঃ গৃহাদিতে অগ্নি প্রজ্বলিত করিতেছে। বাজারের যাবতীয় দুষ্টলোকেরা এই উচ্ছৃঙ্খলতা দৃষ্টে অপহরণ বৃত্তি আরম্ভ করিয়াছে। এমন কি মৃতদেহের বস্ত্র সমূহও অপহৃত হইতেছে। রেমণ্ড সাহেবের ভবনে কতিপয় সশস্ত্র সিপাহী দর্শনে ভীত হইয়া রেমণ্ড সাহেব ও বিজয় অশ্বশালার এক কোণে লুক্কায়িত হইয়া গোপনে চতুর্দ্দিক দেখিতেছেন। ইত্যবসরে সহসা চাকর স্বর শ্রবণগোচর হইল। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন একজন সিপাহী ও চাক তাঁহাদিগের নিকট পদচারণ পুরঃসর কথোপকথন করিতেছে। যখন তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইল, তাঁহারা শুনিলেন চাক কহিতেছে।—

"——মোসলমান বাদশাহেরা যেরূপ রাজ্য-সংক্রান্ত প্রধান প্রধান পদে নিরপেক্ষ ভাবে হিন্দু দিগকে নিযুক্ত করিতেন, ইংরাজেরা তদ্রূপ নিরপেক্ষ নহেন। স্বজাতি ব্যতীত অন্য কাহাকে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত করিতে ইঁহারা নিতান্ত কুণ্ঠিত। তাহার কারণ মুসলমানেরা ভারতবর্ষকে স্বদেশ জ্ঞান করিত, এবং ইংরাজেরা অদ্যাপি যাহাতে ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশীয়দিগের যথেষ্ট লাভ হয় তাহাতেই স্বভাবতঃ ব্যস্ত।—"

তাদৃশ সময়ে, তাদৃশ অবস্থাতে এরূপ বাক্য যাহার মুখ হইতে নির্গত

হয় তাহাকে বিদ্রোহী মনে করা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। ব্রেমণ্ড সাহেব চাকর এই কৃতঘ্নতা দৃষ্টে এমনি ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, যে উপায় থাকিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ বিনাশ করিতেন। তিনি ক্রোধে বধির হইয়া আর ওকথোপকথনে মনোযোগ দিলেন না। বিজয় আরও কিছু শুনিলেন।

' কতিপয় সঙ্কীর্ণান্তঃকরণ ব্যক্তিগণের দোষে এই সামান্য অসুবিধা হয়, নচেৎ ইংলণ্ডের এরূপ ইচ্ছা কদাপি নহে। সময়ে এরূপ অভিযোগ আর করিতেও হইবে না। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট আমাদিগকে যে অমূল্য নিধি দিয়াছে, যথা—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সুবিচার, দস্যু তস্করের ভয় হইতে নিষ্কৃতি, নিরাপদ ভাব, বিদ্যালোক, ধর্ম্ম বিষয়ক স্বাধীনতা, কর্ত্তব্য জ্ঞান, জীবন্ত ভাব, কুসংস্কার হইতে নিষ্কৃতি ইত্যাদি অসংখ্য উপকার কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারে! এরূপ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে কোন্ পাষণ্ড হস্তোত্তলন করিতে চাহে? ভারতবর্ষে এরূপ অপূর্ব্ব রাজ্য কখন হয় নাই, হইবে কি না সন্দেহ। হিন্দু রাজার সময় স্বাধীন থাকিয়া ভারতবর্ষ এরূপ সুখে ছিল না। আর কোন্ রাজ্যে প্রজারা স্বাধীন থাকিতে পারে?—"

(ক্রমশঃ)

সরলা ও জ্ঞানদার রাত্রিতে আকাশ দর্শন।

জ্ঞানদা। দেখ সরলা! আকাশের কেমন শোভা হয়েছে! বর্ষাকালে যেমন সর্ব্বদা মেঘাচ্ছন্ন হয়ে থাকৃত, এখন আর তেমন নেই, বর্ষার পর এই আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে জল যেমন পরিষ্কার, আকাশও তেমনি পরিষ্কার হয়েছে। নক্ষত্র গুলি কেমন উজ্জ্বল দেখাচ্চে! আবার দেখ, ঐ নীল বর্ণ আকাশের উপর দিয়ে কেমন এক একখানি শাদা শাদা মেঘ চলে যাচ্চে! যেন খুব একটা বড় পুকুরের পরিষ্কার জলে, দলে দলে রাজ হাঁস সকল সাঁতার দিয়ে যাচ্চে!—

সরলা। তাইত মেঘগুলো খুব দৌড়ুচ্চে! পেটের জ্বালা ধরে কি

না, তাই দৌড়ে দৌড়ে শালপাতা খেতে যাচ্চে। আচ্ছা, ওদের কি রাত্রিতেও ঘুম নেই?

জ্ঞা। সে কি সরলা! এর মধ্যেই সব ভুলে গেছ? মেঘ কিসে হয়, কোথা থাকে, কেন চলে, এ সব যে তোমাকে সে দিন বেশ করে বুঝিয়ে দিলাম।

সর। (কিঞ্চিৎ স্মরণ করিয়া) হাঁ হাঁ বটে বটে, মনে পড়েছে—মেঘেরা যে ধোঁয়া, জল—এই সকল হতে হয়, ওদের প্রাণ নেই, কেবল যে দিকে বাতাস যায়, সেই দিকেই উড়ে যায়। আর, ওরা গরুও নয়, মানুষও নয়, কোন জীব-জন্তুও নয়, তবে আর খাবে কেমন করে? যারা জানে না, তারাই কেবল বলে, মেঘে শাল পাতা খেতে যায়, আর মেঘের লাগে অবভর হয়। জ্ঞানদা! তোমার ভাই, সব বেশ মনে থাকে কিন্তু আমি বড় ভুলে যাই। তা যাহক, দেখ ভাই! চন্দর যেন মেঘের আড়ালে আড়ালে, লুকো-চুরি খেলা করে বেড়াচ্চে। আর দেখ ভাই।—(হঠাৎ অন্য দিকে চাহিয়া) রাম রাম, দুগ্গা দুগ্গা, গণেশ, শিব, মা ষষ্ঠী—ন পুকুর, বুড়ীর পুকুর, কমে পুকুর, গদা, লোচন ঠাকুর, উমো বামুন, বিন্দাবন অধিকারী—

জ্ঞা। ও কি সরলা, ও কি? কি বকচ?

সর। একটা নক্ষত্তর খসে পড়্ল।

জ্ঞা। তা তোমার কি?

সর। জান না বুঝি নক্ষত্তর পড়া দেখ্লে, সাত জন বামুন, সাতটা পুকুর আর সাতটা দেবতার নাম কত্তে হয়; তা নলে যে কলঙ্ক হয়।

জ্ঞা। এই এক কথা দেখ! কলঙ্ক হতে গেল কেন?

সর। তবে নষ্ট চন্দরের দিন চন্দর দেখ্লে কলঙ্ক হয় কেন?

জ্ঞা। তাতে যে কলঙ্ক হয়, তোমাকে কে বল্লে?

সর। কেন, ঠাকুরুণ বলেচেন; আর আমরা নষ্ট চন্দরের দিন, চন্দর দেখে ছিলাম বলে ঠাকুরুণ মার্ কত ভয় কত্তে লাগ্লেন, আবার পুরুত্ ঠাকুরের কাছে জল পড়ে এনে আমাদের খেতে দিলেন; ঠাকুরকে তুলসী দিতে বলে দিলেন।

জ্ঞা। কুসংস্কারের মত "ঘুণে থাক্তে ভূতে কিল্তে" ত আর কেউ পারে না।

সর। কুসংস্কার কাকে বলে?

জ্ঞা। সত্যকে মিথ্যা, আর

মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা।

সর। তবে বুঝি নক্ষত্র পড়া তোমার মতে কুসংস্কার?

জ্ঞা। কুসংস্কার বৈকি, নক্ষত্র কি পড়ে? এক একটা নক্ষত্র, যে পৃথিবী চেয়েও বড়, তা যদি পৃথিবীর উপর পড়ে, তবে পৃথিবী হয়ত গুঁড়ো হয়ে যায়।

সর। তবে কেন সে দিন নক্ষত্র পড়ে ঘোষেদের কনে পুকুরের সব মাছ মরে গেল?

জ্ঞা। নক্ষত্র পড়ে মাছ মরে না। জল খারাপ হলে, অধিক পানা হলে, কি এক পুকুরে অনেক মাছ হলে, মাছ মরে যেতে পারে।— এই রকম মাছ মরবার অনেক কারণ হতে পারে।

সর। তা যাহক, আমার শাশুড়ী যে বলেন নক্ষত্র পড়েই যায় ছেলে হয়. আরও বলেন যে নক্ষত্র সন্ধ্যার সময়ে পড়ে সন্তান জন্মে সে সন্তান বড় বাঁচে না, শেষ রাত্রিতে যে সন্তান জন্মে, সেই অনেক দিন বাঁচে।

জ্ঞা। ও রকম যা কিছু শুনতে পাও, সে সমুদায়ই কুসংস্কারের কথা, নক্ষত্র কখন পড়ে না। আমরা রাত্রিকালে, আকাশে মধ্যে মধ্যে হাউয়ের মত যে এক একটা আলো দেখিতে পাই, তাহাকেই নক্ষত্রপাত বলি, কিন্তু সত্য সত্যই সে নক্ষত্র পাত নয়, "উল্কাপাত"। এক এক দিন অমন লক্ষ লক্ষ উল্কাপাত দেখা যায়।

সর। তাইত, বলতে বলতে ঐ যে আবার একটা দেখা গেল। আচ্ছা ভাই, জ্ঞানদা! তুমি যে উল্কাপাতের কথা বল্লে, তা, সে কি রকম।

জ্ঞা। কিছু জানা শুনা না থাকলে এ সব কথা সহজে বুঝিয়ে দেওয়া যায় না। তা যাহক, মোটামুটি কিছু বলি, বুঝে রাখ।

সর। তবে বুঝি ছেলে ভুলোন করে বুঝিয়ে দেবে?

জ্ঞা। না না, তা কেন? তবে কি না এ বিষয়ে পণ্ডিতদিগের যে সকল মতামত আছে তা না বলে শুদ্ধ এখন যা স্থির হয়েছে, তাই বলি।

সর। তা আমার "নানা মুনির নানা মত" শুনে কাজ কি? ঠিক কথাটী শুনে রাখলেই হল; আচ্ছা তবে বল শুনি।

জ্ঞা। মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, পৃথিবী, ধূমকেতু এই সকল যেমন সূর্য্যের চারি দিকে

ঘুরিয়া বেড়ায়, তেমনি কতকগুলি উল্কাপিণ্ড নিয়মিত রূপে সূর্য্যকে ঘুরিয়া থাকে। কোন রূপে পৃথিবীর কাছে আসিলেই অমনি পৃথিবীতে পড়িয়া যায়।

সর। আচ্ছা, তবে হাউয়ের মত আলো হয় কেন?

জ্ঞা। আলোর বিষয়েও অনেক মতামত আছে; কোন কোন পণ্ডিত বলেন, "পৃথিবীর নিকটে এক প্রকার বায়ু আছে, উল্কাপিণ্ড আসিয়া সেই বায়ুতে আঘাত করিলেই, আলো হইয়া উঠে।"

সর। ভাল, উল্কাপিণ্ড যদি পড়ে, তবে আমরা একটাও দেখিতে পাই না কেন?

জ্ঞা। যে উল্কাপাতকে আমরা অতি নিকটে মনে করি, তা সত্য সত্যই নিকটে পড়ে না, অনেক দূরে পড়ে, এই জন্যই সচরাচর আমরা তা দেখিতে পাই না; কিন্তু কিছু দিন হইল, বর্দ্ধমান জিলার মধ্যে বিষ্ণুপুর গ্রামে একটা উল্কাপিণ্ড পড়িয়াছিল, সেটী সেখানকার সকলেই দেখে ছিল। সেটী এখন কলকাতায় এনে রেখেছে।

সর। জানদা! কথায় কথায় ঐ দেখ, অনেক রাত্তির হয়ে গেছে, আর চল শুইগে। তোমার কথা গুলি কিন্তু শুনতে বেশ।

নূতন সংবাদ।

১ম। দেশভ্রমণ উদ্দেশে আমাদিগের নগরবাসী কতিপয় সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী বাবু সস্ত্রীক বিলাত গমন করিতেছেন। আমাদিগের শিক্ষিত পুরুষদিগের বিলাতগমনেচ্ছা একটী উন্নতির চিহ্ন, বিশেষতঃ স্ত্রীদিগকে স্বীয় উন্নতিপথের সহগামিনী করিবার ইচ্ছা সুশিক্ষা প্রচারের সমধিক পরিচয় দিতেছে। ইণ্ডিয়ান মিরার পত্র বলেন ঐ বিলাত গমনোদ্যোগীগণ সকলই সুবিখ্যাত বাবু রামময় দত্ত-পরিবারস্থ লোক।

আমাদিগের চির অনাদৃত অবরোধ দুঃখিনী বঙ্গভগিনীগণের উন্নতির প্রতি শিক্ষিত পুরুষদিগের যে এরূপ ন্যায় দৃষ্টি এবং যত্ন পড়িয়াছে ইহা ভাবিলে মনোমধ্যে আনন্দোদয় হয়।

২য়। বিগত ২৪শে আশ্বিন শনিবার রাত্রি ৮৷৷০ ঘণ্টার সময় কলিকাতার চাঁপাতলায় সমারোহপূর্ব্বক এক টী ব্রাহ্মবিবাহ হইয়াগিয়াছে। বিবাহের পাত্র কলিকাতাস্থ মৃত হরি-

নারায়ণ সরকারের পুত্র ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত বাবু হরগোপাল সরকার। পাত্রটী যেমন একজন সচ্চরিত্র সুশিক্ষিত এবং উন্নতিশীল যুবক, পাত্রীটীও তদুপযুক্ত সদ্রান্তবংশীয়া ও সদুপদিষ্টা, সুশীলা এবং শৈশবাবস্থা হইতে সুপ্রণালীক্রমে প্রতিপালিত ও শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। একণে তিনি বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমে জ্ঞান বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া স্বাধীনভাবে মনোনীত যোগ্য ব্যক্তিকে পতিত্বে বরন করিলেন। পাত্রীর নাম শ্রীমতী অন্নদায়িনী। কৃষ্ণনগর নিবাসী সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু রামতনু লাহিড়ীর তিনি সম্পর্কে ভ্রাতুষ্পুত্রী ও মৃত দ্বারকানাথ লাহিড়ীর পুত্রী। ইঁহার জন্মগ্রহণের অনেক দিন পরে ইহার পিতা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করেন।

৩য়। ভূপালের নূতন রাণী সাজিহান আপন রাজ্য মধ্যে একটী শিল্প বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। শিক্ষাদানের নিমিত্ত উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছে। ছাত্রগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে বৃত্তিও স্থাপিত হইয়াছে। সোমপ্রকাশ লিখিয়াছে "বেগম রাজ্যের সকল স্থান স্বচক্ষে দর্শন করিতেছেন। যে সকল কর্ম্মচারী অত্যাচার করিয়াছে তাঁহাদিগের কাহাকে পেন্সন দিয়া বিদায় দান, কাহাকে বা পদচ্যুত করা হইয়াছে। বেগম রাস্তা ভূমির অবস্থা প্রভৃতি দর্শন করিয়াছেন। যেখানে মাপ ও ওজনের যে দোষ ছিল তথায় তাহার সংশোধন করিয়াছেন।"

রাজ্ঞীর এরূপ সৎকার্য্য সকল অল্প আনন্দজনক নহে। ইনিও মাতার ন্যায় যশস্বিনী হইতে পারেন।

৪র্থ। দোরাবজি পেষ্টনজি কামা নামক এক ব্যক্তি সস্ত্রীক ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া একণে চীন দেশে যাইবার মানস করিয়াছেন এবং তথা হইতে জাপানে যাইবেন। পরিশেষে বোম্বারে আসিবেন।

একজন ভারতবর্ষীয় অবলা পৃথিবীর নানা স্থান ভ্রমণ করিতেছেন ইহা সাতিশয় আহ্লাদজনক ও চিত্তহর ব্যাপার বলিতে হইবে।

৫ম। ডেলি নিউস নামক সংবাদ পত্রের একজন পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন যাঁহারা একাধিক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগের উপর কর গ্রহণ করিলে অনেক টাকা আয় হইতে পারে।

———

বামাগনের রচনা।

প্রাপ্ত

এটী অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় যে স্ত্রীলোকেরা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা করিতেছেন। এই যে লেখাটী আমরা প্রকাশ করিতেছি, ইহাতে লেখিকার আন্তরিক ভাবের পরিচয় দিতেছে। বামাবোধিনীর প্রতি ইহাঁর যে আন্তরিক যত্ন ও আস্থা আছে, তাহাও এই পত্রে প্রকাশিত হইতেছে।

আমাদের ভগ্নীটী বামাবোধিনী পত্রিকার দুরবস্থাতে দুঃখিত হইয়া যে কথা গুলি বলিতেছেন, তাহা যেন সকলেরই হৃদয়ে প্রবেশ করে—এইটী আমাদের নিতান্ত অনুরোধ।

বামাবোধিনী ও বামাগণ।

বামাবোধিনী পত্রিকার ষষ্ঠ জন্মোৎসবে ইহার দুরবস্থার বিষয় পাঠ করিয়া অতি দুঃখিত হইলাম। এই বামাবোধিনী পত্রিকা খানি স্ত্রীজাতির একটী মাত্র নির্দ্দিষ্ট অবলম্বন; ইহাতেও যদি ভ্রাতারা উদাসীন হন তাহা হইলে আমাদের আর উপায়ান্তর নাই। আমাদের যেরূপ দুর্দ্দশা আমাদের বামাবোধিনীরও সেইরূপ দুর্দ্দশা; যদি আমাদের দুরবস্থার কখন শেষ হয়, আমাদের পত্রিকা খানির দুরবস্থারও শেষ হইবে। আমরা যেরূপ দুঃখে দিন যাপন করি তাহা বলিতে পারি না, আমার ন্যায় দুরবস্থাপন্ন ভগিনীরাই জানেন। তাঁহাদের লইয়াই বলিতেছি যে আমাদের সংসারের সুখের পথে কণ্টক রোপিত হইয়াছে, সুখের আশায় জলাঞ্জলী দেওয়া হইয়াছে। এখন যদি জ্ঞান ধর্ম্ম উন্নতি ও স্বাধীনতা এ সকল সুখ পাইতাম বোধ হয় তাহা হইলে আর তত দুঃখ থাকিত না। আমাদিগের স্বামী মহাশয়েরা আমাদিগকে যত্নপূর্ব্বক প্রথম শিক্ষা পুস্তক পাঠ করাইয়া, যখন দেখিলেন আমরা দুই এক খানি পুস্তক আপনা আপনি উচ্চারণ করিয়া পড়িতে শিখিয়াছি, তখন তাঁহাদের যত্নের শৈথিল্য হইয়া গেল, শিক্ষা দিবার চেষ্টা একেবারে গেল; বলিলেন তোমরা এখন আপনার চেষ্টায় শিক্ষা লাভ কর। কিন্তু তাহাও কি হইতে পারে? আপনার চেষ্টাও চাই, আবার অন্যের সাহায্যও চাই। পুরুষেরাই বা কেন বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন হন আর স্ত্রীরাই বা কেন অল্পবুদ্ধি নীচাশয় পশুবৎ থাকে?

ঈশ্বর ও পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতিকে কোন বিষয়ে বঞ্চিত করেন নাই; পুরুষদিগের ন্যায় তাহাদিগকেও সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়াছেন. আত্মাতেও জ্ঞান বুদ্ধি দিয়াছেন। তবে কেন বামাগণ এত নীচ? কেবল শিক্ষার অভাবে যদি বামাগণের নীচ বলিয়া এত অনাদৃত ও ঘৃণিত হইতে হইয়াছে, যে ভ্রাতারা ভগ্নীদিগের সহিত বাক্যআলাপ করিতেও লজ্জা বোধ করেন, তবে বামাবোধিনী পত্রিকার প্রতি কি প্রকারে আদর করিবেন বা সাহায্য করিবেন। আমি সকল ভ্রাতাকে বলিতেছি না. এবং সকলের স্বামীকেও বলিতেছি না. তাঁহারা যতদূর শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার জন্য আমাদের মস্তক সর্ব্বদা কৃতজ্ঞতাতে অবনত থাকিবে, কিন্তু বলিতে হইবে যে আমাদের উন্নতির ভার এখনও তাঁহাদের হস্তে রহিয়াছে। লেখা পড়াতে আমাদের শৈথিল্য হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহাদেরও অবহেলা হইয়াছে। আমাদের শিক্ষা না হওয়ার কারণ উভয়েরই যত্নাভাব। কিন্তু আমরা অতি ক্ষীণবল অল্পবুদ্ধি সংসারাসক্ত কি প্রকারে সংসারের এত প্রলোভন সুখ ঐশ্বর্য্য আমোদ প্রমোদ হইতে মনকে ফিরাইয়া লইয়া অধিক সময় লেখা পড়ায় কি ধর্ম্ম বিষয়ে নিযুক্ত থাকিব? এপ্রকার ক্ষমতা আমাদের নাই। স্বামীদিগের সাহায্য অনেক সময় আবশ্যক হয়। আমাদের উন্নতির অনেক প্রতিবন্ধক আছে; সময়ের অভাব, শিক্ষয়িত্রীর অভাব. অর্থের অভাব. সঙ্গদোষ. প্রায়ই অনেকের একটা নয় একটা আছে. আমাদের উন্নতি হওয়া কঠিন। এপ্রকার অবস্থা দেখে যদি জ্ঞানসম্পন্ন ভ্রাতাদিগের দয়া হইল না, আমাদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না, তবে বামাবোধিনীর দুরবস্থায় কেমন করিয়া দুঃখিত হইবেন ও সাহায্য করিবেন? আবার অর্থের সাহায্য সামান্য নয়; যে সকল ভ্রাতারা আমাদের জন্য এবং বামাবোধিনী পত্রিকার জন্য, যত্ন. পরিশ্রম, ও অর্থব্যয় করিতেছেন, বিশেষতঃ সম্পাদক মহাশয় আপনি আমার কৃতজ্ঞতা উপহার গ্রহণ করুন, ঈশ্বর তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ করুন, তাঁহাদের পরিশ্রম ও যত্ন সার্থক করুন; তাঁহাদের যত্নে বামাবোধিনী পত্রিকা যেন ক্ষীণকলেবর হইয়াও জীবিত থাকে। পরম পিতা পরমেশ্বর বঙ্গবাসিনী স্ত্রীলোকদিগের দুঃখমোচন করিবেন. এবং শীর্ণ কলেবর অনাদরণীয়া পত্রিকা খানিকেও উজ্জ্বল করিবেন।

ভাদ্র ১২৭৬ সাল। ব্রাহ্মিকা
বহুটোলা।

Printed at J. G. Chatterjea & Co.'s Press, 116, Amherst Street.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৭৬ সংখ্যা। } অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১২৭৬। { ৫ম ভাগ।

নারীচরিত।

অনেকে বলেন আধুনিক স্ত্রীশিক্ষায় যেরূপ কতকগুলি উপকার হইতেছে, তদ্রূপ কতকগুলি অপকারও হইতেছে। এখনকার স্ত্রীলোকে বিবি হইয়া উঠিতেছে। বিদ্যা শিখিতে গিয়া তাহারা রন্ধন ভুলিয়া যাইতেছে। বৃথা সূচিকর্ম্ম করিতে গিয়া গৃহ কর্ম্মে তাচ্ছিল্য করিতেছে। শিক্ষা প্রণালীর দোষ থাকিলে এরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা বটে। যাহার যেরূপ অবস্থা, সেই অবস্থাগত সমুদায় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারিলে মানবের যথেষ্ট হইল। ইহা ধরিয়াই মানবের গুণ ব্যাখ্যা হয়। ইংলণ্ডীয় সুবিজ্ঞ ভূপতি প্রথম জেম্‌সের সম্বন্ধে এতদ্বিষয়ক যে একটী গল্প কথিত আছে তাহাতে সুন্দর উপদেশ পাওয়া যায়। এই ভূপতি নিজে অত্যন্ত পণ্ডিত ছিলেন এবং পণ্ডিত মাত্রেই তাঁহার সমাদর ছিল। ভূপতি গুণিগণের সম্মান করেন বলিয়া, কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অল্প বয়স্কা একটী বিদ্যাবতী বালিকাকে পরিচয়ার্থ রাজ-সমক্ষে আনয়ন করিলেন।

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ঐ বালিকার গুণ ব্যাখ্যার সময় বলিতে লাগিলেন ইনি ইংরাজ জাতির মধ্যে একটী অসামান্যা স্ত্রীলোক। অনেক গুলি পুরাতন দুরূহ ভাষায় ইহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে। লাটিন, গ্রীক এবং হিব্রু ভাষায় ইনি উত্তমরূপ লিখিতে ও কথা কহিতে পারেন"। তাঁহার বাক্য পরিসমাপ্ত হইলে নৃপতি উত্তর করিলেন—'হাঁ, বালিকার এ প্রকার গুণ ও বিদ্যা থাকা অত্যন্ত অসামান্য বটে, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, ইনি কি কাটনা কাটিতে পারেন?'"

জুয়ানা বেলী ও অথা হিমান্সের মত কবি হওয়া শ্লাঘার বিষয় বটে, ক্যাথারাইন মেকলের ন্যায় বহুল ইতিহাসের তত্ত্ব সংগ্রহ করা ভাল বটে, ম্যাডাম ডি শ্যাটুলেটের ন্যায় ফ্রান্স রাজ্যে জগদ্বিখ্যাত নিউটনের আবিষ্কার সমূহ প্রথম প্রচার করাও প্রতিষ্ঠা যোগ্য বটে, কিন্তু গৃহিণীর সদ্গুণ-নিচয়-সম্পন্না না হইলে কোন পুরস্ত্রীই বিশেষ প্রশংসাপাত্রী হইতে পারে না। কেবল আলোচনায় যে গৃহিণীর হৃদয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, গৃহধামে তাহাকে লইয়া কি কাজ? তাহার জ্ঞান প্রভায় সকল লোক চমকিত হইতে পারে বটে, কিন্তু তিনি কি গৃহধামকে সুখের আলয় করিতে পারেন? গৃহধর্ম্ম পরিপাটী রূপে সম্পন্ন করা গৃহিণীর প্রধান কার্য্য। যিনি এক প্রকার কর্ত্তব্য অবহেলা করিতে পারেন, তিনি অন্যবিধ কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও তদ্রূপ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। নিম্নলিখিত নারী-চরিত্রটী এস্থলে একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থল হইতে পারে।

মেরী লভেল ওয়্যার।

মেরী লভেল পিকর্ড, (পরিণয়ের পর বিবি ওয়্যার নামে খ্যাত হইয়াছিলেন), ১৭৯৮ খৃঃ অব্দের ২ অক্টোবর আমেরিকার বোস্টন নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা পূর্ব্বে ইংলণ্ড নিবাসী ছিলেন, কিন্তু বিষয় কার্য্যানুরোধে আমেরিকায় বহুকাল অবস্থান করাতে সেই খানেই মেরী লভেল নাম্নী তদ্দেশীয় একটী কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। ইনি মেরী পিকার্ডের মাতা; অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, উদার ও গুণবতী ছিলেন।

১৮০২ খৃঃ অব্দে মেরী ওয়্যার পিতা মাতার সহিত ইংলণ্ডে গিয়া-

ছিলেন। সেখানে যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার সুকুমার মনে দৃঢ় অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল।

পাঁচ বৎসরের সময় মেরী আমেরিকায় ফিরিয়া আসিলেন। শৈশবাবধি তের বৎসর পর্য্যন্ত মাতৃ সন্নিধানেই তিনি সকল বিষয় শিক্ষা করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দশ বৎসরে পদার্পণ করিলে হিংহাম বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া কিয়দ্দিবস মধ্যে স্বীয় সচ্চরিত্র ও সাধু গুণে কি শিক্ষয়িত্রী কি সহাধ্যায়িনীগণ সকলেরই প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার জননী সঙ্কটাপন্ন পীড়াগ্রস্ত হওয়াতে তাঁহাকে পাঠাভ্যাস স্থগিত রাখিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। এই বিপদ কালে যতদূর সাধ্য গৃহ কার্য্যের আনুকূল্য ও জননীর শুশ্রূষা করিতে মেরী ক্রটি করিলেন না। কিন্তু তাঁহার মাতার অন্তিমকাল উপস্থিত। ১৮১১ খৃঃ অব্দের মে মাসে বিবি পিকার্ডের মৃত্যু হইল। অতঃপর মেরী যে সকল দুঃখ ও ক্লেশে পরীক্ষিত হইয়াছিলেন এই সময় তাহার প্রথম সূচনা। মাতৃ-হীনা বালিকা মেরীর উপরেই গৃহ কার্য্যের সমুদায় ভার অর্পিত হইল। তাঁহার পিতার একে বৃদ্ধ বয়স, তাহাতে কলত্র-বিয়োগ শোকে তিনি এক্ষণে একেবারে নিকর্ম্মা হইয়া পড়িলেন। গৃহে মেরীর বৃদ্ধ পিতাও জরাগ্রস্ত মাতামহ এবং বৃদ্ধা মাতামহী; সুতরাং তিনি একাকীই সকলের যষ্টি স্বরূপ হইলেন। কিন্তু অতি বাল্যকালেই এরূপ সঙ্কটাবস্থায় নিপতিত হইয়া তিনি অসামান্য সহিষ্ণুতা ও ধীরতার সহিত কেবল কর্ত্তব্য জ্ঞানের বশবর্ত্তিনী হইয়া গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহার পিতার মন কিছু শান্ত হইলে তিনি পুনরায় বোষ্টনের কোন বিদ্যালয়ে পাঠার্থ প্রেরিত হইলেন। এখানে দুই বৎসরের অধিক থাকিতে পারেন নাই।

মেরী মাতৃকুল হইতে কিছু সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই অর্থ তাঁহার পিতার ব্যবসায়ে বিক্ষিপ্ত ছিল। দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহার পিতা কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে মূল ধনের কিয়দংশ ক্ষয় হইয়া গেল। পিকার্ড কন্যার নিকট তাহার সংবাদ দিলেন। কিন্তু মেরী প্রত্যুত্তরে লিখিলেন, " পিতঃ যখন অর্থাভাবে পরের অথবা বন্ধু

বান্ধবের অদৃষ্টভাগিনী ও গলগ্রহ হইতে হয় এবং কাহারও কোন উপকার সাধন করিতে পারা যায় না, আমি তখনই মনকষ্ট বিবেচনা করি।

এই দুই বৎসরের মধ্যে পিকার্ডের সংসার কার্য্য অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। অর্থের অনাটন হওয়াতে তাঁহাকে এক্ষণে আবার ব্যয়-কুণ্ঠ হইতে হইল। বিশেষতঃ এই সময়ে তাহার শ্বশুরের কাল হইল। শশ্রু অশক্তা হইয়া পড়িলেন। মেরী আর কি গৃহ হইতে অন্যত্র থাকিতে পারেন? গৃহ মন্দিরে তাহার কার্য্যের নিতান্তই প্রয়োজন হইল। অগত্যা তিনি অতি দুঃখের সহিত বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেন; এবং 'বিধাতার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক' বলিয়া গৃহধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইলেন। কিন্তু বিদ্যোপার্জ্জনের সময় এরূপ উৎকট ব্যাঘাত ঘটিল বলিয়া মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধা হইলেন। তাহার এই সময়ের পত্র নিচয়ে তাহা প্রকাশিত আছে। দুই বৎসর পরে তাহার মাতামহীর মৃত্যু হইল। বৃদ্ধার কিছু সঞ্চিত অর্থ প্রাপ্ত হইয়াও মেরী মিতব্যয়তার শিথিলতা করিলেন না। তিনি অগ্রেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার অদৃষ্টে অনেক ক্লেশ আছে। এই সকল দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া পিকার্ডের বাসস্থান পরিবর্ত্ত করিতে হইল। বোষ্টন নগরী হইতে নিকটস্থ কোন পল্লীগ্রামে উঠিয়া গেলেন। শৈশব-বাস পরিত্যাগ করাতে মেরীর কিছু দুঃখ বোধ হইল। কিন্তু পল্লীগ্রামের নির্জ্জনতায় আসিয়া দেখিলেন যে, সেখানে আত্মপরীক্ষা ও চিন্তার বিশেষ সুবিধা হয়। সেখানে পূর্ব্ব জীবনের ঘটনাবলী স্মরণ করিয়া তিনি যে কত আনন্দানুভব করিতেন তাহা তাহার এ সময়ের পত্রাবলীতেই প্রতীত হয়। সেখানে আসিয়াও তিনি পরের হিত চেষ্টায় ব্যস্ত থাকিতেন। কোন পত্রে লিখিয়াছিলেন—"আমাদিগের সম্মুখেই একটী মূক ও বধিরা বালিকা বাস করে। যে কৌশলে এরূপ বালিকাগণকে শিক্ষা দেওয়া যায় আমি জানিলে ইহাকে পড়াইতে শিখাইতাম।"

১৮২৩ খৃঃ অব্দের শেষভাগে পিকার্ডের হঠাৎ মৃত্যু হইল। কিন্তু যে অল্পকাল তিনি পীড়িত ছিলেন, মেরীর পিতৃসেবায় অণুমাত্রও ত্রুটি হয় নাই। তিনি নিরাহারা হইয়াও একান্তমনে তাঁহার পার্থিব

শেষবন্ধুর শুশ্রূষায় অহর্নিশ নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু মেরী যখন দেখিলেন তাঁহার সকল প্রয়াস নিষ্ফল হইল, পিতা ছিন্ন-কলেবর হইতেছেন, তিনি শোকে অধীরা হইয়া একেবারে অচেতন হইয়া পড়িলেন। এখন তিনি একাকিনী। দুই বৎসর মাত্র নূতন পল্লীতে বাস পরিবর্ত্ত করিয়াছেন; সুতরাং নিঃসহায়া। কোথায় যাইবেন ও কাহার শরণাপন্না হইবেন? তাঁহার অবশিষ্ট আত্মীয়েরা ইংলণ্ডের দূরদেশে অবস্থান করিতেছেন। মধ্যে ভীষণ পারাবার বিস্তারিত, গৃহে সকলি শূন্যময়। আপনি তরুণবয়স্কা বালিকা, তাঁহার নিকট পৃথিবীর সকলই জটিল ও দুর্বোধ। তিনি জানিতেন ইংলণ্ডে তাঁহার পিতৃব্যপত্নী বৃদ্ধা, নির্ধন ও অশক্তা হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু কি করেন তাঁহার আর দ্বিতীয় অবলম্বন নাই। ভাবিয়া চিন্তিয়া অল্পদিনেই স্থির করিলেন, আটলান্টিক পার হইয়া ইংলণ্ডে যাইতে হইবে। তখনই প্রস্তুত, পোতে আরোহণ করিলেন। বিভীষণ আটলান্টিকের শত যোজন বিস্তার, একাকিনী, অনাথিনী বালিকা উত্তীর্ণ হইতে চলিলেন। কেবল তাঁহার দুঃখিনী খুড়ীর সহায়তা ও দুঃখহ্রাস করিবার জন্য। ধন্য তাঁহার মনস্বিতা! ধন্য তাঁহার সাহস!!

পিতৃব্যপত্নীর দুঃখালয়ে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তিনি লণ্ডন নগরী ভ্রমণ করিয়া গেলেন। ইয়র্ক সায়ারে অস্‌সলী নাম্নী পল্লীতে তাঁহার খুড়ী বাস করিতেন। তিনি আনন্দের সহিত মেরীকে গ্রহণ করিলেন। যে সময় মেরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সে সময়ে তদীয় পিতৃব্যপত্নীর তাঁহার ন্যায় একটী স্ত্রীলোকের বিশেষ আবশ্যকতা হইয়াছিল। এই সময়ে মেরী এক পত্রে লেখেন—"আমি যে সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, পরের হিতসাধন পক্ষে এতদপেক্ষা আর ভাল সময় ঘটিতে পারে না। আমার পিতৃব্যপত্নীর দুই কন্যারই বিবাহ এই গ্রামে হইয়াছে। অন্যতরটীর তিনটী শিশুসন্তান, কিন্তু তাহার স্বামী জ্বররোগে মৃতপ্রায়। তাহার দেবর গতকল্য বসন্তরোগে মারা পড়িয়াছেন। দুইটী সন্তানের বিষম কাশী। অন্যটী দেড় বৎসরের, এবং আমার খুড়ীর কাছেই থাকে। সেটীও এরূপ পীড়িত যে আমার খুড়ী তজ্জন্য বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আবার মড়ার উপরে খাঁড়ার

যা, এই সময়েই খুড়ীর একটী সন্তান পাগলের মত হইয়া দিন কয়েক হইল বাড়ীতে আসিয়াছেন। কোন ক্রমেই তাহাকে স্থিরচিত্ত করা যায় না। আমার কথায় তিনি একটু স্থির হন, এজন্য বোধ হয় আমি তাহাকে আরাম করিতে পারিব। এসময়ে আমি খুড়ীর কেমন উপকারে আসিতে পারি।"

অসমদালী একটী বহুকালের পুরাতন পল্লীগ্রাম। গ্রামবাসীরা অসভ্য, মূর্খ, এবং ঠিকা মজুরী করিয়া দিনপাত করে। এরূপ স্থান মেরীর কেমন অভিলষিত, তাহা অনায়াসে অনুভব করা যাইতে পারে। তাহার পিতৃব্যপত্নীকে প্রায় কুড়ি বৎসর দেখেন নাই। অন্যান্য পরিজনবর্গকে তিনি একেবারেই জানিতেন না। অন্য কেহ হইলে এরূপস্থলে তখনই স্থানান্তর হইত। মেরী কর্ত্তব্যের আহ্বানকে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিলেন। তিনি নিজ সুখাশা বিসর্জ্জন দিয়া পরের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮২৫ খৃঃ অব্দের শরৎকালে উক্ত গ্রাম বাস্তবিক মারী-পীড়িত হইয়াছিল। জ্বর, কাশী, এবং বসন্তরোগে ঐ গ্রাম একেবারে উৎসন্ন হইতেছিল। খুড়ীর নিজ বাটীতেই একজন পীড়িত, একজন বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত অশক্তা, অন্যটী বুদ্ধিভ্রষ্ট। কিছুদিন পরেই তাঁহার ভগ্নীপতির কাল হইল। ভগ্নী সপরিবারে পিত্রালয়ে আইলেন। তিনি নিজে পীড়িতা, তাহার সন্তানত্রয়ও পীড়িত। মেরী ক্ষমতাতীত পরিশ্রম স্বীকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তাহারই ক্রোড়ে একটী ভাগিনেয়ের মৃত্যু হইল।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

রাজ্ঞী আর্টিমিসিয়ার আশ্চর্য্য সাহসিকতা।

(১২৭ পৃষ্ঠার পর)

চিরস্মরণীয় সালামিস্ যুদ্ধে আর্টিমিসিয়া যেরূপ কৌশল ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন, তাহাতে তিনি সম্রাটের অধিকতর অনুরাগভাজন হন। যৎকালে সম্রাটের রণতরীব্যূহে বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল, তৎকালে

আর্টিমিসিয়ার জাহাজ একজন এথিনীয় কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া যার পর নাই সঙ্কটে পড়িল। এই বিপদ্‌কালে তিনি আপনাকে শত্রুগণের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ এবং মিত্র রাজগণের অর্ণবপোত তাঁহার সম্মুখস্থ দেখিয়া একটী চতুরতা অবলম্বন করিলেন। তিনি এথিনীয়ের হস্ত হইতে প্রস্থান করিবার সময় স্বপক্ষের একখানি জাহাজ আক্রমণ করিলেন। এইখানি কালিণ্ডীয় জাহাজ এবং তাহাতে কালিণ্ডীয়ার রাজা ডামাসিথিমস্ ছিলেন। হেলিসপন্ট প্রণালীর নিকট এই রাজার সহিত রাজ্ঞীর কলহ হয়। কিন্তু বর্ত্তমান ঘটনাটী ইচ্ছাপূর্ব্বক কিংবা দৈববশতঃ হইয়াছিল ঠিক্ বলা যায় না। আর্টিমিসিয়া এই জাহাজখানি আক্রমণ করিয়া জলমগ্ন করিলেন। ইহাদ্বারা তাহার দুইটী লাভ হইল। এথিনীয় সেনাপতি যখন দেখিলেন যে তিনি যে জাহাজের পশ্চাদ্‌গমন করিতেছিলেন, তাহা এক অসভ্যের* জাহাজ আক্রমণ করিল, তখন ভাবিলেন যে হয় ইহা কোন গ্রীসীয়ের জাহাজ অথবা অসভ্যদিগের কোন জাহাজ বিদ্রোহী হইয়া গ্রীকদিগকে সাহায্য করিতেছে; এই ভাবিয়া তিনি অন্যদিকে ফিরিয়া গেলেন। আর্টিমিসিয়া এই চাতুরী দ্বারা কেবল যে আসন্ন বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন তাহা নহে, কিন্তু সম্রাটের বাস্তবিক অপকার করিয়াও তাঁহার অধিকতর প্রিয়পাত্র হইলেন। সম্রাট যখন স্বচক্ষে এই ব্যাপার দেখিতেছিলেন তখন একজন অনুচর বলিল, 'দেখুন, মহারাজ! আর্টিমিসিয়ার পরাক্রম দেখুন; তিনি বিপক্ষদিগের একখানি জাহাজ জলসাৎ করিলেন।' সম্রাট ব্যস্ত সমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাস্তবিক এই জাহাজ আর্টিমিসিয়ার কি না?' তাঁহার পার্শ্বস্থ লোকেরা রাজ্ঞীর জাহাজের বিশেষ নিদর্শন চিনিত, সুতরাং সম্রাটের দৃঢ় প্রতীতি জন্মাইয়া দিল; আক্রান্ত জাহাজ যে বিপক্ষের নয়, তৎকালে তাহাদের মনে এ সন্দেহও উপস্থিত হয় নাই। আর্টিমিসিয়ার আর

* মনুষ্যদিগের স্বজাতির প্রতি অনেক অন্যায় পক্ষপাত এবং ভিন্ন জাতির প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা দেখা যায়। হিন্দুরা যেমন আপনাদিগকে পবিত্র ও অপর জাতি সকলকে 'ম্লেচ্ছ' বলেন, গ্রীকেরা সেইরূপ আপনাদিগকে সভ্য ও আর সকল জাতিকে অসভ্য বলিয়া গণনা করিতেন।

একটী সৌভাগ্যের বিষয় এই যে কালিণ্ডীর জাহাজের এক ব্যক্তিও জীবন রক্ষা পাইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারে নাই। জরাক্সিস্ ইহা শুনিয়া উত্তর করিলেন, "আমার পুরুষেরা স্ত্রীলোক এবং স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ন্যায় কার্য্য করিল।" তৎপরে সম্রাট্ আর্টি-মিসিয়ার জন্য সম্পূর্ণ এক প্রস্ত গ্রীসীয় যুদ্ধ পরিচ্ছদ পুরস্কার দিলেন এবং আপনার জাহাজাধ্যক্ষের জন্য সূতা কাটিবার চরকা ও কাটা পাঠাইয়া দিলেন।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনায় মহাকবি এস্কাইলসের ভ্রাতা এমিনিয়াস্ আর্টি-মিসিয়ার জাহাজের পশ্চাৎগামী হইয়াছিলেন এবং রাজ্ঞী যে জাহাজে আছেন, জানিলে কখনই তাঁহাকে ছাড়িতেন না। একজন স্ত্রীলোক এথিনীয়দিগের সহিত সংগ্রাম করিতে আসিয়াছে এই লজ্জাকর সংবাদ শুনিয়া এথেন্সের অধ্যক্ষগণ সেনাপতিদিগের উপর দৃঢ় আদেশ দিয়াছিলেন এবং যে ব্যক্তি আর্টিমিসিয়াকে জীবিত অবস্থায় ধরিয়া আনিতে পারিবে তাহাকে দশ সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু রাজ্ঞীর বুদ্ধি কৌশলে তাহাদিগের আশা বিফল হইল।

জরাক্সিস্ সালামিস্ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া গ্রীসে থাকিবেন কি পারস্যে ফিরিয়া যাইবেন অনেকক্ষণ স্থির করিতে পারিলেন না। মার্ডোনিয়স্ গ্রীকদিগকে জয় করিবার পরামর্শ দিলেন, অন্যান্য মন্ত্রীরাও ইহাতে সায় দিতে লাগিলেন। সম্রাট আর্টিমিসিয়ার বিচক্ষণ বুদ্ধির যথেষ্ট সমাদর করিতেন, অতএব সকলকে বিদায় করিয়া তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। সম্রাট বলিলেন "মার্ডোনিয়স্ আমাকে দক্ষিণ-গ্রীস্ আক্রমণ করিতে বলিতেছেন এবং গত দুর্ঘটনায় আমার সৈন্যগণের কোন দোষ নাই তাহার প্রমাণ দর্শাইতে চাহিতেছেন। ইহাতে আমার অমত হইলে তিনি স্বয়ং ৩ লক্ষ সৈন্য লইয়া গ্রীস্ দেশ আমার অধীন করিয়া দিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া অবশিষ্ট সেনানী সমভিব্যাহারে আমাকে স্বদেশে প্রস্থান করিতে পরামর্শ দিতেছেন। ইহার মধ্যে কোন্ কার্য্যটী তোমার অভিমত?" আর্টিমিসিয়া উত্তর করিলেন "মহারাজ! এরূপস্থলে কোন্ কার্য্যটী উৎকৃষ্ট, বলা সহজ নহে; কিন্তু আমি যতদূর বলিতে পারি

তাহাতে স্বদেশে ফিরিয়া যাওয়া শ্রেয়স্কর। মার্ডোনিয়স্ যত সৈন্য চান, লইয়া আপনার অভিপ্রেত কার্য্য সাধন করুন্। যদি তিনি গ্রীস্ জয় করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারেন, সে গৌরব আপনারই, কারণ আপনার সৈন্য লইয়াই তাঁহার বল; যদি তিনি নিরাশ ও পরাস্ত হন, আপনি, আপনার পরিবার ও ধনসম্পত্তি সুরক্ষিত রহিল অতএব তাহাতে কি বিশেষ ক্ষতি হইবে? আপনি ও আপনার পরিবার অনেক দিন বাঁচিবেন, ইহার মধ্যে গ্রীকেরা অনেক যুদ্ধে জড়িত হইতে পারে। মার্ডোনিয়স্ যদি পরাভূত হইয়া হত হন, আপনার একজন ভৃত্যের পরাজয় ও মৃত্যুতে গ্রীকদিগের অধিক গৌরব বৃদ্ধি হইবে না। এথেন্স দগ্ধ করা আপনার উদ্দেশ্য ছিল, তাহা সুসিদ্ধ হইয়াছে অতএব এখন আপনার প্রস্থানে কোন অগৌরব নাই।"

সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা হিরোডোটস উল্লিখিত আখ্যায়িকা শেষ করিয়া বলেন "জরাক্সিসের মনে এত ত্রাস উপস্থিত হইয়াছিল যে সহস্র প্রকারে বুঝাইয়াও কেহ তাঁহার প্রস্থান নিবারণ করিতে পারিত না। আর্টিমিসিয়ার মতটী তাঁহার মনের মত হওয়াতে তিনি যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং যথেষ্ট সমাদর ও সম্মানের সহিত রাজ্ঞীকে বিদায় করিলেন।"

পতিব্রতা ধর্ম্ম।

(গত প্রকাশিতের পর)

প্রশ্ন। কি রূপ স্ত্রী, শ্রী হইতে অভিন্ন?

উত্তর। "অনুকূলা ন বাগ্দুষ্টা, দক্ষা সাধ্বী পতিব্রতা।
এভিরেব গুণৈর্যুক্তা শ্রীরেব স্ত্রী নসংশয়ঃ॥"

পতি অনুকূলা, দক্ষা, মধুর ভাষিণী,
পতিব্রতা, সাধুশীলা, হয় যে কামিনী;
স্ত্রীরত্ন শ্রীরূপা সেই, নাহিক সংশয়,
"গৃহ লক্ষ্মী" নামে তাঁর নিই পরিচয়।

যে স্ত্রী স্বামীর বশীভূতা, প্রিয়বাদিনী, গৃহ কার্য্য-দক্ষা, সাধুশীলা ও পতিব্রতা, তিনিই গৃহের লক্ষ্মী স্বরূপা, তাহার সন্দেহ নাই।

প্র। সাধুশীলা রমনীদিগের কি কি পরিত্যাজ্য?

উ। "প্রমাদোন্মাদ রোষের্ষ্যা, বঞ্চনঞ্চাভিমানিতাং।
　　পৈশুন্য হিংসা বিদ্বেষ মহাহঙ্কারধূর্ত্ততাঃ।
　　নাস্তিক্য সাহস স্তেয় দম্ভান্ সাধ্বী বিবর্জ্জয়েৎ॥
　　　ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, অভিমান, অনবধানতা,
　　　দ্বেষ, হিংসা, অহঙ্কার, বঞ্চনা, খলতা,
　　　শঠতা, মত্ততা, দম্ভ, চৌর্য্য, নাস্তিকতা,
　　　ত্যজিবেন দুঃসাহস, দূরে পতিব্রতা।

পতিব্রতা রমনীগণ, অনবধানতা, উন্মত্ততা, ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, বঞ্চনা, অভিমান, খলতা, হিংসা, বিদ্বেষ, অহঙ্কার, শঠতা, নাস্তিকতা, দুঃসাহস, অপহরন, ও দম্ভ এই সকল মহানিষ্টকর দোষ একবারে পরিত্যাগ করিবেন।

প্র। যাবতীয় তেজের মধ্যে কোন্ তেজ সর্ব্ব প্রধান?

উ। "হুতাশনো বা সূর্য্যোবা, সর্ব্বতেজস্বিনাং পরঃ।
　　পতিব্রতা তেজসশ্চ, কলাং নার্হতি ষোড়শীং॥"
　　　প্রখর আদিত্য আর দীপ্ত হুতাশন,
　　　যার কাছে যাবতীয় তেজ নতানন,
　　　তেজোরাশি সেই রবি, সেই হুতাশন,
　　　পতিব্রতা তেজ সম নহে কদাচন।

যে অগ্নি ও সূর্য্য সকল তেজঃপদার্থ হইতে অধিক তেজস্বী বলিয়া খ্যাত, তাহারাও পতিব্রতার পাতিব্রত্য তেজের ষোড়শাংশের একাংশ তুল্যও নহে।

প্র। যাবতীয় ধর্ম্মাচরণের মধ্যে রমনীদিগের কোন্ ধর্ম্মাচরণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ?

উ। "সর্ব্বদানং সর্ব্বযজ্ঞঃ সর্ব্বতীর্থ নিষেবনং।
　　সর্ব্বব্রতং তপঃ সর্ব্ব মুপবাসাদিকঞ্চযৎ।

সর্ব্ব ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ সর্ব্বদেব প্রপূজনং।
তৎ সর্ব্বং স্বামিসেবায়াঃ কলাং নার্হতি ষোড়শীং॥"

অন্নাদি দান, অশ্বমেধাদি যজ্ঞ, কাশী প্রভৃতি তীর্থ সেবা, তপোজপ, ব্রতোপবাস, সত্য কথন, দেব পূজা এবং অন্যান্য বিবিধ প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যে পুণ্যসঞ্চয় হয়, তৎসমুদায় সাধ্বী রমণীদিগের পতি সেবার ষোড়শাংশের একাংশ তুল্যও নহে।

(ক্রমশঃ)

উট-পক্ষী।

পক্ষি-জাতির মধ্যে উট-পক্ষী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধ। আরবেরা ইহাকে উট-পক্ষী বলিয়া থাকে, সেই জন্য ইহার নাম উট-পক্ষী হইয়াছে। ইহা উষ্ট্রের ন্যায় বালুকাময় মরুভূমিতে অবিশ্রান্ত রূপে ভ্রমণ করিতে পারে। ইহার পালক সকল, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের লোক মহামূল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন।

উট-পক্ষীদিগকে আরব ও আফ্রিকার সকল স্থানেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষতঃ বালুকাকীর্ণ নির্জ্জন স্থানে ইহারা বাস করে। ইহা-

দিগের শরীরের অনুরূপ বলও আছে। ইহারা অতিশয় শান্ত ও নিরীহ; কিন্তু নূতন লোকদিগের পক্ষে ইহারা নিষ্ঠুর ও ভয়াল।

ইহারা কাহারও সহিত অগ্রে বিবাদ করিতে যায় না। যখন হিংস্র ও নিষ্ঠুর পশুরা ইহাদিগের বাসায় আসিয়া শাবকদিগকে নষ্ট করে, তখনই আত্ম-রক্ষার জন্য ভয়াল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পদদ্বয় দ্বারা বিলক্ষণ আঘাত করিতে থাকে।

ইহাদিগের গতি অতিশয় চমৎকার। ডাক্তার সা বলেন—প্রখর সূর্য্যকিরণ সময়ে ইহারা অত্যুত্তপ্ত হইয়াও শান্ত ও নিশ্চিন্ত ভাবে রাজ-গতির ন্যায় মন্দ মন্দ গতিতে গমন করিতে থাকে; এবং গমন কালে আপন আপন পক্ষ দ্বারা বায়ু সঞ্চালন করতঃ পথ শ্রান্তি দূর করে।

আফ্রিকার দক্ষিণভাগস্থ উট-পক্ষীরা পারাবতদিগের ন্যায় আপন আপন ডিম্বোপরি তা দিয়া থাকে, অনেক গুলি মেয়ে উট-পক্ষী একত্র এক বাসায় ডিম্ ফুটায়। পক্ষীদিগের ন্যায় ইহারা বৃক্ষোপরি বাসা করে না। মৃত্তিকা খনন করিয়া আপনাদিগের শরীরের অনুরূপ এরূপ ভাবে বাসা নির্ম্মাণ করে যে, তাহার চারি ধার বালুকা দ্বারা উচ্চ করিয়া লয়। মেয়ে উট-পক্ষীরা এককালে ১০।১২টী ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। এক একটী বাসায় ৪০।৫০টী ডিম্ব থাকে। এক একটী ডিমের আকার এক একটী হুঁকোর খোলের ন্যায়। ডিম্ব গুলি এত ভারি যে ওজনে প্রায় ৩।৷৵ সের হইবে। ডিম্বের খোলা শ্বেতবর্ণ, হস্তি দন্তের ন্যায় চক্‌চকে।

উট-পক্ষিণীরা দিবাভাগে পর্য্যায়ক্রমে ডিমের উপর তা দেয়, কিন্তু রাত্রিকালে একটী মাত্র পুরুষ ঐ কার্য্য সম্পন্ন করে। ডিম ফুটিতে ৪০ দিন লাগে। উষ্ণ প্রধান দেশে উট-পক্ষীদিগকে ডিমে তা দিতে হয় না। গরম বালুকার উপর ডিম রাখিলে সূর্য্য উত্তাপে ডিম ফুটিয়া যায়।

উট-পক্ষীদিগের দুই পা, প্রত্যেক পদে দুইটী করিয়া অঙ্গুলী; এক এক অঙ্গুলীতে ব্যাঘ্রের ন্যায় বড় বড় নখ আছে। ইহা দ্বারাই ইহারা সকলকে আঘাত করিতে পারে। উটের ন্যায় ইহাদিগের পৃষ্ঠ দেশে কুঁজ আছে, তাহাদিগের ন্যায় ইহারাও তৃষ্ণায় কাতর হয় না। ইহা-

দিগের উচ্চতা প্রায় ৪॥০ হাত, গ্রীবা লম্বা। গ্রীবার উপর অর্দ্ধ ভাগ পালকে ঢাকা। পক্ষদ্বয় অতি সুন্দর শ্বেত বর্ণের পালক দ্বারা সুসজ্জিত এবং ইহার দুই ধারে সজারু কাঁটার ন্যায় দুইটী কাঁটা আছে। লাঙ্গুলের দিকও ঐরূপ শ্বেত বর্ণের পালকে ঢাকা। অবশিষ্ট সমুদয় পালক পুরুষদিগের কৃষ্ণবর্ণ এবং বেদীদিগের পাটল বর্ণ।

শুক শারী সংবাদ।

শাখি পরে দুটী পাখী শারী আর শুক,
সুখে বসি হেরিতেছে এ উহার মুখ,
প্রেমভরে প্রেমালাপ করিছে উভয়,
হেনকালে তথা এক ব্যাধের উদয়।
এক হাতে ধনু তার অন্য হাতে শর,
লক্ষ্য করি শুক শারী ক্রমে অগ্রসর।
নিষাদে হেরিয়া শারী বিষাদেতে কয়,
হা নাথ! হইল আজি মরণ নিশ্চয়।
এই দেখ অধোদিকে সাক্ষাৎ শমন,
আকর্ণ পূরিয়া শর করিছে ক্ষেপণ;
ঊর্দ্ধ দিকে দেখ পুনঃ দৈব বিড়ম্বন,
দ্বিতীয় শমন শ্যেন করিছে ভ্রমণ।
কি করি কোথায় যাই দেখি না উপায়,
বুঝিনু বিধাতা বাম আজি, হায়! হায়!
বসে থাকি যদি মোরা মারিবে নিষাদ,
উড়িলে আক্রমে শ্যেন হইল প্রমাদ!
এই বলি প্রাণভয়ে শারিকা আকুল,
অনুপায় দেখি শুক হইল ব্যাকুল।

হেন কালে দেখ এক দৈবের ঘটন,
এক বিষধর ব্যাধে করিল দংশন ।
সর্পের দংশনে শর চঞ্চল হইল,
লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে শ্যেনে সংহার করিল ।
শর-বিদ্ধ হয়ে শ্যেন পড়িল ধরায়
বিষের জ্বালায় ব্যাধ পরাণ হারায় ।
শুক শারী আনন্দেতে করে উচ্চারণ,
জয় জয় জগদীশ, বিপদ ভঞ্জন ।

বাত্যা ।

বায়ু কখন স্থিরভাবে থাকে, কখন তাহার গতি হয় । কিন্তু এই গতির বেগ সকল সময় সমান থাকে না । তাহা নানা কারণ বশতঃ নিয়তই পরিবর্ত্তন হইতেছে । কখন বায়ু মন্দ মন্দ হিল্লোলে বহিতেছে, কখন এমন ভীষণ প্রবল বেগে বহিতেছে যে তাহাতে কত শত দেশ একেবারে সমভূমি করিয়া ফেলিতেছে । বায়ু যখন মৃদুভাবে ধীরে ধীরে বহিতে থাকে তখন তাহাকে আমরা সমীরণ কহি । তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বেগ হইলে কেহ কেহ তাহাকে অনিল বলে । অনিল হইতে প্রলয়-ঝটিকা পর্য্যন্ত যত প্রকার বায়ু-প্রবাহ আছে তাহাদিগের সাধারণ নাম বাত্যা দেওয়া গেল । বাত্যার বেগ অনুসারে তাহাকে অনিল, ঝটিকা, ঝঞ্ঝাবাত, প্রলয়-ঝটিকা, ঘূর্ণা, প্রভৃতি বলা যাইবে । বাত্যা যে দিক হইতে উত্থিত হয় তাহাকে সেই দিকের বাতাস বলে । যথা পূর্ব্বদিক হইতে উত্থিত হইলে পূর্ব্ব-বাতাস, দক্ষিণ হইতে হইলে দক্ষিণ বাতাস, ইত্যাদি ।

এক্ষণে বাত্যা কিরূপে উৎপন্ন হয় তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতেছে । এই বিষয় পর্য্যালোচনা করিবার পূর্ব্বে তাপের একটী গুণ বুঝিতে হইবে । তাপ তরল ও ধাতু পদার্থে প্রয়োগ করিলে তাহাদিগের পরমাণুসকলের যোগ-আকর্ষণ হ্রাস করিয়া ফেলে, সুতরাং তাহারা বিস্তারিত হয় । জলকে জ্বাল দিলে তাহা

বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুতে অগ্নি সংযোগ করিলে তাহা গলিয়া যায়। বাষ্প ও গলিত ধাতুর বিস্তার অধিক, অর্থাৎ তাহাদের পরমাণুপুঞ্জ পূর্ব্বাবস্থা অপেক্ষা নূতন অবস্থায় অধিক স্থান ব্যাপিয়া লয়। বায়ু একটী তরল পদার্থ; বায়ুতেও যখন তাপ লাগে তখন তাহা শুষ্ক, বিস্তারিত ও লঘু হইতে থাকে। শুষ্ক, পাতলা ও লঘু বায়ু স্বভাবতঃ ভিজা, ঘন ও ভারী বায়ুর উপর উঠিয়া থাকে। তাপে একস্থানের বায়ু উত্তপ্ত ও লঘু হইয়া যেমন উঠিয়া যায়, চারিদিকের ভারী বায়ু আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। এই ভারী বায়ু আবার উত্তপ্ত ও লঘু হইয়া উপরে উঠে এবং অন্য শীতল ও ভারী বায়ু বেগে তাহার স্থানে আসিয়া পড়ে। বায়ুতে তাপ প্রযুক্ত হইলে যে এই রূপ ঘটিয়া থাকে, গৃহ-দাহ কালে ইহা অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। গৃহদাহ কালে দেখা যায় কোথা হইতে পবন আসিয়া সহায়তা করিতে থাকে। অথবা কোন গৃহমধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেও ইহা দৃষ্ট হইবে। তখন দেখিবে দ্বারের উপর দিয়া তপ্ত বায়ু বাহিরে নির্গত হইতেছে এবং নীচে দিয়া ভারী ও শীতল বায়ু গৃহে প্রবেশ করিতেছে। রন্ধনশালায় ইহা সচরাচর লক্ষিত হইয়া থাকে।

পৃথিবী সম্বন্ধেও ঠিক এই প্রকার ব্যাপার ঘটিতেছে। সূর্য্যের তাপই বাত্যা উৎপত্তির প্রধান কারণ। পৃথিবীর স্থলবিশেষ যখন সূর্য্যতাপে উত্তপ্ত হয়, সেই স্থলের বায়ুও তৎসঙ্গে উত্তপ্ত হয়। এই উষ্ণ বায়ু লঘু ও বিস্তারিত হইয়া উপরে উঠিতে থাকে, পার্শ্বস্থ অন্যদিকের শুষ্ক বায়ু আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। সুতরাং বায়ুর গতি হয়। আকাশের উপর দিয়া উষ্ণ তরল বায়ু চলাচল করিতেছে, অধস্তল দিয়া শীতল ও শুষ্ক বায়ু প্রবাহ নিয়তই বহমান হইতেছে। শীতল স্থানের বায়ু উষ্ণ দেশাভিমুখে আসিতেছে, এবং উষ্ণ স্থানের বায়ু আকাশের ঊর্দ্ধদেশ দিয়া বহমান হইয়া শীতল দেশাভিমুখে যাইতেছে। বিষুব রেখার সন্নিকটস্থ উষ্ণ প্রধান দেশ সমুদায়ের বায়ু নিয়তই উত্তপ্ত হইয়া আকাশের উপরের স্তরে উত্থিত হইতেছে, এবং দক্ষিণ ও উত্তর অঞ্চলস্থ শীতপ্রধান

দেশীয় বায়ু আসিয়া তাহার স্থান গ্রহণ করিতেছে।

স্থায়িত্ব অনুসারে বাত্যা তিন প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে। স্থায়ী, অস্থায়ী ও সাময়িক বাত্যা। বিষুবরেখার সন্নিকটস্থ গ্রীষ্মমণ্ডলীর প্রশান্ত মহাসাগরে নিয়তই যে পূর্ব্ব-বাতাস বহিতেছে তাহাকে স্থায়ী বাত্যা বলে। নানা কারণ বশতঃ যে সকল বাত্যার সর্ব্বদাই পরিবর্ত্ত হইতেছে তাহাদিগকে অস্থায়ী বাত্যা বলে। অস্মদ্দেশে শীতও গ্রীষ্ম এই দুই ঋতুতে যে উত্তর ও দক্ষিণ বায়ু বহিতে থাকে তাহাদিগকে সাময়িক বাত্যা বলা যাইতে পারে। পশ্চাৎ এই কয় প্রকার বাত্যার বিবরণ ও কারণ নির্দ্দেশ করা যাইবে।

উপন্যাস।

অতি পূর্ব্বকালে গ্রীস দেশের উত্তরাংশে আটলাণ্টা নাম্নী একটী স্ত্রীলোক বাস করিতেন। তিনি এমত দ্রুতগামিনী ছিলেন যে তাঁহার মত শীঘ্র দৌড়িতে অতি অল্প লোকেই পারিত। অবশেষে তিনি ইহাতে এমত নিপুণা হইলেন যে বিবাহের সময় এই পণ করিলেন, যে তাঁহাকে দৌড়িয়া হারাইতে পারিবে তিনি তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবেন। অনেক দ্রুতগামী যুবকগণ তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। অবশেষে একটী সামান্য লোক তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া বিবাহার্থ উপস্থিত হইল। এই ব্যক্তি তদ্রূপ দৌড়িতে পারিত না, কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রকৃতি বুঝিয়া একটী চমৎকার কৌশল করিল। দৌড়িবার সময় পথের দুইপার্শ্বে স্বর্ণমণ্ডিত কৃত্রিম আপেল ফল ফেলিয়া যাইতে লাগিল। আটলাণ্টা নিজ স্বভাব প্রযুক্ত দৌড়িতে দৌড়িতে পথিমধ্যে যেমন এই ফল গুলি আহরণ করিতে লাগিলেন, দ্রুতগামী যুবক একমনে দৌড়িয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাঁহার অগ্রে উপনীত হইল। আটলাণ্টা পরাজিত হইলেন।—আমরাও এইরূপ অনেক সময় আটলাণ্টার ন্যায় উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পথিমধ্যে স্বর্ণ ফল আহরণ করিতে গিয়া থাকি।

—

নূতন সংবাদ।

(ঢাকাপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত।)

১। আমরা আহ্লাদ সহকারে প্রকাশ করিতেছি এতদ্দেশীয় ভদ্র মহিলাদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র রেলওয়ে শকট রাখার প্রস্তাব অবধারিত হইয়াছে। বোধ করি স্ত্রীলোকদিগের লজ্জা ও সম্ভ্রম রক্ষার্থ যত প্রকার উপায় করা আবশ্যক, তাহার সকলই উহাতে থাকিবে। ভদ্র মহিলা ভিন্ন যে সে ইতর স্ত্রীলোকেরা উহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। ঐ সকল মহিলাদিগের স্বামী কিংবা অপর কোন আত্মীয়, স্ত্রীশকটের নিকটস্থ শকটে অবস্থান করিতে পারিবেন। মহিলাশকটে ইউরোপীয় স্ত্রীলোক প্রহরী থাকিবেন। শকটারূঢ়া মহিলারা নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে নামিয়াই যাহাতে যানাদি প্রাপ্ত হন, রেলওয়ে কোম্পানি তাহার ও বন্দোবস্ত করিয়া রাখিবেন। ষ্টেশনে ষ্টেশনে তাঁহাদিগের নিমিত্ত এক এক খানি নির্দ্দিষ্ট নিরাপদ গৃহ রাখিলে আরো ভাল হয়।

২। অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন দুই জন স্ত্রীলোক বীরত্ব প্রদর্শন করাতে মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রত্যেকে ৫০ টাকা করিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক ব্যক্তি চারি জনকে খুন করিতে উদ্যত হয়। উক্ত স্ত্রীলোকদ্বয় সাহস পূর্ব্বক তাহাকে বাধা দেয় এবং তাহার নিকট হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লয়; পরে পুলিসে এজাহার দিয়া তাহাকে ধৃত করাইয়া দেয়। উক্ত ব্যক্তির ফাঁসি হইয়াছে।

৩। ইউনাইটেড ষ্টেটসের মিস গডসে নামক জনৈক মহিলা চৌদ্দ-বৎসর নিদ্রিতাবস্থায় থাকেন। সম্প্রতি তাহার মৃত্যু হইয়াছে। অনেক ডাক্তার ও বড় ২ লোক ইহার এই অদ্ভুত অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কেহই কিছু ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইউনাইটেড ষ্টেটসে ইহার বিষয় প্রায় সকলে জ্ঞাত আছেন। প্রতি বৎসর বসন্ত কালে ইহার পীড়া হয়। অনেক ঔষধ ব্যবহারের পর পীড়া আরোগ্য হয় কিন্তু তিনি প্রগাঢ় নিদ্রায় পতিত হন। সেই অবধি মধ্যে দুই এক বার ছাড়া তিনি কখন জাগরিত হন নাই। প্রথমতঃ তিনি দিবা রাত্রের মধ্যে দুই বার জাগিয়া উঠিতেন। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রত্যহ প্রায় এক সময় নিদ্রা ভাঙ্গিয়

যাইত, কিন্তু ইদানীং তিনি যনর অাগারস্ত হইতেন। পাঁচ মিনিট কি দশ মিনিট এবং কখন কখন একং কোয়ার্টার পর্য্যন্ত সচেতন থাকিয়া পুনরায় নিদ্রিত হইয়া পড়িতেন। সচেতন অবস্থায় তাঁহাকে সম্পূর্ণ সহজ মানুষের মত বোধ হইত। ঘুমাইয়া পড়িবার সময় তাঁহার হাতে পা ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কম্পিতে থাকিত, এবং নিদ্রিতাবস্থায় ও মাঝে ঐরূপ দৃষ্ট হইত, কিন্তু জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে তাহার কোনরূপ কষ্ট বোধ হইত না। তাঁহাকে সুস্থ ও সবলকায় বলিয়া বোধ হইত। চারিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

৪। এডুকেশন গেজেট অপত্যস্নেহের একটী আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন, “গর্ভবতী একটী ইতর স্ত্রীলোক কর্ম্ম করিতে করিতে এক কূপে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই কূপ মধ্যে নিপতিত হইয়াই স্ত্রীলোকটীর একটী সন্তান হইয়া পড়ে। উক্ত স্ত্রী সেই সকল যাতনা সহ্য করিয়াও যে পর্য্যন্ত অন্য লোকে তাহার উদ্ধার সাধন না করিল সে পর্য্যন্ত সে ছেলেটী ধরিয়া জলের উপরে রক্ষা করিয়াছিল। সেই কূপের জল ৭৮ হাত গভীর হইবে।

৫। ইণ্ডিয়ান মিরর বলেনজাপানে ৯৮ মাসে একটী সন্তান প্রসূত হইয়াছে।

৬। “রামপুরের নবাবের কন্যার মৃত্যু হওয়াতে তিনি একেবারে শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন। এই মহিলা অতিশয় গুণবতী ও ধার্ম্মিকা ছিলেন। কোরান খানি তাঁহার আগাগোড়া মুখস্থ ছিল। নবাবের প্রজারা তাঁহার শোকে শোকাকুল হইয়াছেন। এক বৎসর হইল, মহম্মদ খাঁর পুত্রের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ হয়। তাঁহার জামাতাও অতি প্রশংসিত ব্যক্তি।”

বামাগণের রচনা।

শুন শুন ভ্রান্ত মন বলিহে তোমায়।
ঈশ্বরের পদ ভুলে আছ কি আশায়?
বারে বারে বলি মন না শোন বারণ।
ভ্রমণ করিছ যেন প্রমত্ত বারণ॥
মদে মত্ত হয়ে ভ্রম করে অহঙ্কার।
জাননা যে কিছু দিনে হবে ছারখার॥
অতএব বলি মন করিয়া মিনতি।
ভক্তিভাবে কর সদা ঈশ্বরের স্তুতি॥
ঈশ্বরের পদে যদি হয়ে থাক রত।
অনায়াসে ফল তুমি পাবে মনোমত॥
দয়াময় নাম তুমি ভুলে আছ কিসে?
বোধ হয় মজে আছ বিষয়ের বিষে।
ওরে মন এই বেলা হও সাবধান।
সেই নাম বিনা নাহি দেখি পরিত্রাণ॥
কেন মন অকারণ কর অন্বেষণ।
কত কাল ভ্রমপথে করিবে ভ্রমণ॥
জেনেও জাননা তুমি কর হাহাকার।
দেখিতেছ এসংসার সকলি অসার॥
ঘুমে অচেতন আর রবে কত কাল।
ক্রমে ক্রমে ছেদ কর ভব মায়া জাল॥
দুদিনের খেলা মাত্র একি সংসার।
কেহই তোমার নয় তুমি নও কার॥
মরন নিকটে যবে হবে আগুসার।
ভাবরে ভাবরে দশা কি হবে তোমার॥

তখন কোথায় যাবে, রবে কোন ধামে।
কি ভাবে কাটিবে কাল থাকি কার স্থানে॥
কোথায় রহিবে তব প্রিয় অহংকার।
লোভমোহ দ্বেষ ক্রোধ হিংসা কদাচার॥
অতএব বলি মন হও সাবধান।
ঈশ্বরের প্রতি তুমি রাখ ধ্যান জ্ঞান॥
নহিলে নিস্তার কিসে পাইবি রে মন।
নিকটে বসিয়ে আছে দুরন্ত শমন॥
যখন দংশন তোমা করিবেক হরি।*
কে হইবে সখা তব বিনা সেই হরি॥†
হায় মন একি ভাব দেখিতে তোমার।
অকারণে ভ্রম কেন অখিল সংসার॥
রয়েছে অমূল্য ধন তব দেহ পুরে।
তবে কেন মন তুমি ত্রিভুবন ঘুরে॥
জানিতেছ সদা যাঁরে দেহ রূপ পুরে।
কেন মন তবে তুমি ভাব তাঁরে দূরে॥
হৃদয় মন্দিরে দেখ মুদিয়ে নয়ন।
ধ্যানেতে তাঁহার সঙ্গে করহে মিলন॥
তাঁর প্রেমে মত্ত হও হৃদয়ে পশিয়ে।
কাজ নাই আর মন অন্য দেশে গিয়ে॥
ভক্তাধীন ভগবান ভক্তের সহায়।
ভক্তিভাবে প্রেম পুষ্প দেহ তাঁর পায়॥
কোথায় কি কর তত্ত্ব পূজার কারণ।
শরীর নৈবেদ্য তব কর নিবেদন॥
ভক্তির অধীন নাথ সকলেতে কয়।
ভক্তি ভাবে যেই ডাকে তাহারে সদয়॥

---

* যম † পরমেশ্বর।

Printed at J. G. Chatterjea & Co.'s Press, 116, Amherst Street.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"
কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৭৭ সংখ্যা। } পৌষ বঙ্গাব্দ ১২৭৬। } ৫ম ভাগ।

গৃহ-চিকিৎসা।

স্ত্রীলোকদিগের অন্যান্য শিক্ষার ন্যায় চিকিৎসার প্রকরণও কিছু কিছু শিক্ষা করা আবশ্যক। যে সে পীড়ায় ডাক্তার ডাকা সহজ ও উপকারক নয়। তাঁহাদিগের আপনাদের এবং ছেলে মেয়ের এমন পীড়া সকল হইয়া থাকে তাহাতে ডাক্তার ডাকার গৌণ করিতে গেলে প্রাণ বিনাশের সম্ভাবনা, অনেক সময় তাহাতে কেবল মিছামিছি অর্থ ব্যয় করা হয় মাত্র, এবং কোন কোন সময় তাহাতে উপকার না হইয়া অপকারও হইয়া থাকে। আজি কালি লোকের যেমন অনেক কুসংস্কার চলিয়া যাইতেছে, আবার সেইরূপ একটী নূতন কুসংস্কার দাঁড়াইতেছে যে, সকল পীড়াতেই ইংরাজী মতে চিকিৎসা করাইতে হইবে। যাঁহারা এই মত অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকে ক্রমাগত জোলাপ লইয়া আর কুইনাইন খাইয়া আপনাদের ধাতু বিকৃত করিয়া ফেলিতেছেন। তাঁহারা ক্রমাগত রোগ ভোগ, আর ক্রমাগত ঔষধ সেবন করেন। আমাদের পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগকে এক্ষণে অধিক সবল ও সুস্থ দেখা যায়, তাহার কারণ এই যে তাঁহারা প্রায় স্বভাবের অনুগত হইয়া চলেন এবং যে অল্প ঔষধ সেবন করেন তাহা প্রায় দেশীয়। যাহা হউক

কি ইংরাজী, কি কবিরাজী, কি হকিমী যেরূপ চিকিৎসা হউক তাহা সাধারণতঃ উপকারী আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু সর্ব্বদাই সে সকলের সাহায্য লইয়া শরীরকে ঔষধ ভাণ্ডার করিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের সেকেলে স্ত্রীলোকেরা যে সকল টোটকা, গাছ গাছড়া ব্যবহার করিয়া এত দিন আমাদিগকে অনেক পীড়া হইতে আরোগ্য করিয়াছেন, অধুনাতন স্ত্রীলোকদিগকে আপনাদিগের এবং সন্তানগণের অনুরোধে যত্নপূর্ব্বক সে সকল শিক্ষা করা উচিত। বস্তুতঃ সময় সময় সামান্য গাছের ফল, ফুল, পাতা, শিকড় ও বিচীদ্বারা যে সকল আশ্চর্য্য উপকার হয়, ডাক্তার খানার মহামূল্য সমস্ত ঔষধও একত্র করিয়া তাহা হয় না। আমাদিগের ধন্বন্তরীর সমান প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রকার মহাত্মা চরক বলিয়াছেন:—

"তদেব যুক্তং ভৈষজ্যং যদারোগ্যায় কল্পতে।
সএব ভিষজাং শ্রেষ্ঠো রোগেভ্যোযঃ প্রমোচয়েৎ।"

যাহা দ্বারা রোগ আরোগ্য হয়, তাহাই উত্তম ঔষধ এবং যিনি রোগীকে রোগমুক্ত করিতে পারেন তিনিই উত্তম চিকিৎসক। বস্তুতঃ চিকিৎসা বিদ্যা বহুদর্শনের উপর নির্ভর করে। তবে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা অনেক দিনের পরীক্ষা দ্বারা যে সকল ঔষধ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা অবহেলা করিয়া ফেলিয়া দেওয়া নিতান্ত অবোধের কার্য্য।

গৃহ-চিকিৎসা এদেশের নারীগণ অনেক দিন হইতে করিয়া থাকেন। তাঁহারা যে উপায়ে যে রোগের চিকিৎসা করেন এবং যে যে ঔষধ ব্যবহার করেন তাহার বিবরণ আমরা লিখিতে চেষ্টা করিব এবং আপনারা পরীক্ষা দ্বারা যে সকল সুলভ ঔষধ জ্ঞাত হইতে পারি তাহাও ক্রমে ক্রমে এই পত্রিকায় প্রকাশ করিব। এস্থলে আমরা পাঠিকাগণকে অনুরোধ করি, যে তাঁহারাও স্ব স্ব সাধ্যমতে এই সাধারণ হিতব্রতে আমাদিগের সহকারিতা করেন।

সামান্য গাছগাছড়ার যে কত আশ্চর্য্য গুণ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার নিমিত্ত এস্থলে কয়েকটী সুলভ দ্রব্যের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে:—

১। বিষতাড়কের পাতা—যে প্রকার ঘা হউক এই পাতা বসাইয়া দিলে আরোগ্য হয়। ইহার সাদা দিক্ রস বাহির করে এবং উলটা পিট শুক মলমের ন্যায় রস শুকাইয়া দেয়। ইহা নালী ঘার চমৎকার ঔষধ।

দুই বৎসর অতীত হইল, চোকন পাড়ে নামে একজন হিন্দুস্থানীর ডানি পার গাঁইটের নীচে একটী বাঁশের গোঁজা ফুটিয়া ও বুরুশ গভীর ঘা হইয়া প্রায় ৬ মাস ছিল। ঐ ব্যক্তি কলিকাতা মেডিকাল কলেজের হস্পিটালে এক মাস থাকে, পরে কোন বিচক্ষণ ডাক্তর সাহেব পা খানি কাটিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প করাতে সে ভয়ে পলায়ন করে। তৎপরে আমাদিগের একজন বহুদর্শী বন্ধুর পরামর্শে বিষতাড়কের পাতা দিন কুড়ী ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

এক জন সব্ আসিষ্টাণ্ট সর্জনের সাংঘাতিক পৃষ্ঠব্রণের ঘা এই পাতার গুণে আরাম হইয়াছিল।

২। হাবলমালীর আটা—ইংরাজী কাষ্টকীর যে গুণ, ইহারও সেই গুণ দেখা যায়। ইহাতে নালী ভাল করে, ঘা পূরণ ও ক্লেদ পরিষ্কার করিয়া দেয়। নখের কোণের, জুতার কড়ার এবং স্তনের ঘা ইহাতে আরাম হয়।

প্রায় ২৫ বৎসর বয়স্কা একটি স্ত্রীলোকের স্তনে ফোঁড়া হইয়া অস্ত্র করাতে নালী ঘা হয়। ডাক্তরেরা তিন বার কাটিয়া ও ঔষধ দিয়া তাহা আরোগ্য করিতে পারেন নাই। পরে এক সপ্তাহ হাবলমালীর আটা দিয়া তাহা সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

নারী-চরিত।

মেরী লভেল ওয়্যার।

(১৪৬ পৃষ্ঠার পর)

এক্ষণে প্রতিবেশীরা এরূপ শঙ্কিত হইল, যেকেহ একটু জলদান করিতেও আসিতে চাহিল না। কাজে কাজেই এখন মেরীকে সমস্ত গৃহকার্য্য ও দুইটী শিশু-সন্তানের ভার গ্রহণ করিতে হইল। এ সময়ে

তিনি অর্থের বিশেষ অভাব অনুভব করিলেন। কিন্তু পরমেশ্বরের সহায়তা ও আশার উপর নির্ভর করিয়া স্থির চিত্তে অত্যন্ত মিতব্যয়ী হইয়া সকল কার্য্য সমাধা করিতে লাগিলেন। যখন যাহা করিতে হইবে, নিজ কর্ত্তব্য জ্ঞানে যাহা সদুপায় বলিয়া স্থির হইত, তদনুসারে করিতেন। ফলাফল ঈশ্বরেরই হস্তে নির্ভর করিতেন। ভাগিনেয়ের মৃত্যুর তিন সপ্তাহ পরেই তাহার মাতাও কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

ভগ্নীর শুশ্রূষার্থ মেরী প্রায় এক সপ্তাহকাল তাহার কাছ ছাড়া হয়েন নাই। কিছু দিন পরেই আবার জ্যেষ্ঠ ভাগিনেয়টীও নিধন প্রাপ্ত হইল। আট সপ্তাহ মধ্যে মেরীর সমক্ষে চারি জনের মৃত্যু হইল। মেরীর হৃদয় তবু অবসন্ন হইবার নহে। তিনি দেখিলেন, পীড়া ক্রমে ক্রমে পল্লীর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইতেছে। সকল ঘরেই ক্রন্দন, হতাশা, ও যন্ত্রণা। মেরী দ্বিগুণ পরিশ্রমের সহিত গৃহ কার্য্য সম্পাদন করিয়া নিকটস্থ প্রতিবেশিগণের যথাসাধ্য সাহায্যদানে প্রবৃত্ত হইলেন। বিপদ্‌কালে তাহারা যে কেহই তাঁহার সাহায্য করিতে আইসে নাই, সে বিষয় তাঁহার উদার চিত্ত বিস্মৃত হইল। তিনি জানিতেন অপরে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করে নাই বলিয়া আপনি তৎ সম্পাদনে বিরত হওয়া নির্ব্বোধের কার্য্য। তিনি সংক্রামক মারীভয়ে ভীত না হইয়া সকল গৃহেই বিচরণ করিয়া সাধ্যমতে পীড়িতদিগের অভাব মোচন করিতেন। অতএব প্রতিবেশিগণ কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহাকে যে শত শত ধন্যবাদ দিবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। মারী ভয় একটু স্থগিত হইলে মেরী নবেম্বর মাসে তাঁহার পিতৃব্যের বান্ধবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে কম্বর্লণ্ড সায়ারে যাত্রা করিলেন। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার অবর্ত্তমানে যাহাতে পিতৃব্য-পত্নীর গৃহ-কার্য্য ও অনাথ বালকদের ভরণ-পোষণ উত্তমরূপ চলে, এরূপ উপায় ও সংস্থান করিয়া গেলেন।

কম্বর্লণ্ডে আসিয়া তিনি যথোচিত সম্বর্দ্ধনা ও সমাদর প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার গুণের কথা তাঁহার বান্ধবেরা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। খুড়ীর গৃহে দারুণ পরিশ্রমে তাঁহার শরীর দুর্ব্বল ও পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল; এখানকার জলবায়ু সেবন করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইতে লাগিল। কিন্তু